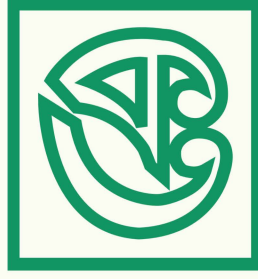


মিথে পরানী

(মিষ্টি প্রিয়তমা)



উজ্জীবন জুয়িয়ারা



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ড্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

‘মিথ পন্নী’

একুয়া মনর ইলানী-শিলানী
চাঙমা-বাংলা ভাষার কবিতা ।

পঞ্চম স্বগদাঙ

মহাকঠিন টীবর দান উৎসব

সারনাথ, ভারত / নভেম্বর ২০০৬

লেখো:

উজ্জীবন জুমিয়া

চাল - শ্মৃতির কথা চাকমা

স্বগদাঙ গাহ্য

লাভলী খাঁসা

কম্পিউটার কম্পোজ:

ভূজ্যা চাঙমা

দেড়গাঙ, উত্তর ত্রিপুরা ।

হাবানা : মা দুর্গা অফসেট

কুমারগাট, উত্তর ত্রিপুরা, ফোন - ২৮১২০৬

আবল স্বগদাঙ :

“হজমা গেঙহলি”

একুয়া সামাজিক জধা দল

লৈবিসদী দাম =

ভারতীয় = পজোশ টেঙা

বাংলাদেশ = চব্বিশ টেঙা

অন্যান্য দেশ = পাছ ডলার/পাছ ইউরো

ঋনস্বীকার

মঁউসিও পিয়ারী মার্চান্ট

আহ

দীপ্তি মার্চান্ট

কাম্পিয়ান , ফ্রান্স

আ ক পা দা

“ ইধোনাঙ কানানি । গাঙানর বই যানা , এইল্ নয় , সোচ্ নয় ,
পাদারঙ কোচপানা ” নানু কবি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান চাঙমার- রগনী বুগর
তিরোজ গনে , জীংহানির ভেখালাপ , তস্তু গরি তালাজ, নিত্য নিত্য পুনত
কুরুম বানি , কোন পরানত লুই ছাগে ?

যাবৎ জীবন তাবৎ জীবন ।।

তাবত্রি -এই ভুই মাধীত শুনিবঙ রাষ্ট্রী পেঘোর গীত । কেইয়াত গঙেবঙ
দগিন সাগরর ঝলগা ঝলগা - আহ্‌তা , জাদর মন ধজর- দেজ , অবো
ভাঙালা । রীদি সুধোম ছত্রং ছাড়া । জাদর মন অই য়েবো ফেজেরা ।
দেজ গাঙর - রিবেঙ শুজুরি উধিব । উলমন্ত অবো ননেইয়া মন । ননা ।
ডামা দোলত সনজুক অবো জাঙলুক । সুবিধে খারাপ । আবা নেই ।
গুজি গুজি দুঘর আগুন আঙিবো । চিৎ পুস্তে পুস্তে ক-স্তা ক-স্তা । তুয়া
গীত গা পড়িব । যার যার ফুল বাড়েঙ , জমালে যাবত্রি মেলদে চেই
। লক্ষ , লক্ষিবি এঝাধে ডায়াসত । এইন্যায় ক'গি যার যার ভাচ্ , সন্দভাচ্
। মিধে -তিধে তুমবাচ্ । তাক চেই । কনে কুদুর আকচুয়ালো ।

গো-র কামেই । ধন । আধেই ধন ।

পরবাস্যা কবি শ্রী উজ্জিবন জুমিয়া ভালুদুর ফেরানসত্তন তার যাবৎ
জমেই থইয়া জীংহানির গোর কামেই “ মিধে পরাগী ” উবোৎ গরিলো
- চাধে ডোল । তুমবাচ্ । মাত্যা কানোচ্ , ভুই চাবোগী । চনা । চনা ।
লেলম পাদা । জাঙালা শাক । পূর্বালো- ঝাগ উত্তন মেঘে মেঘে । লগে
সারাল্যা চিলর চিক্ চিক্ চি-ক্ । মনান কেনসান গরে ।

তা কবি জীংহানি উজুলো ওক ।

কাদা বনান ফুলবন ওক । পাত্ তুরু তুরু ।

জনেশ আয়ন চাকমা

-----মিধে পরাণী-----

| সূচী পত্র | পাদা/ পৃষ্ঠা | সূচী পত্র | পাদা/ পৃষ্ঠা |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| ১. মিধে পরাণী | ১ | ১৫.২ পাজি..... | ৪০ |
| ১.২= (বাংলায়) মিষি শ্রিয়তমা..... | ১০ | ১৬. পুঝোরী..... | ৪৪ |
| ২. ভারতী | ১২ | ১৬.২= (বাংলায়) প্রশ্ন..... | ৪৬ |
| ২.২= (বাংলায়) ভারতী | ১০ | ১৭ গাভুয়া | ৪৮ |
| ৩. পরাণী | ১৪ | ১৭.২= (বাংলায়) বৌবন..... | ৪৯ |
| ৩.২= (বাংলায়) শ্রিয়তমা..... | ১৫ | ১৮. অলি | ৫০ |
| ৪. চান গাভুরি | ১৬ | ১৮. ২ = (বাংলায়) সাতুনা | ৫১ |
| ৪.২ = (বাংলায়) চন্দ্রা | ১৭ | ১৯. কাবিদ্যাঙ্ক দাঙগুর | ৫২ |
| ৫. গরবা | ১৮ | ১৯.২= (বাংলায়) কারিগর দাদা | ৫৪ |
| ৫.২ = (বাংলায়) অতিথী | ২০ | ২০. হারেইয়া জিঙহানি | ৫৬ |
| ৬. আহাভিলেচ্ | ২২ | ২০.২= (বাংলায়) হারানো জীবন | ৫৮ |
| ৬.২= (বাংলায়) আকসোস | ২৪ | ২১. জুম্মো পরাণ | ৬০ |
| ৭. ছুড় কাগজ | ২৬ | ২১.২= (বাংলায়) জুম্মের প্রাণটা | ৬১ |
| ৭.২= (বাংলায়) ছাড়পত্র | ২৭ | ২২. ধনপুদি | ৬২ |
| ৮. দেবংশী ছাবা..... | ২৮ | ২২.২= (বাংলায়) ধনপুদি..... | ৬৩ |
| ৮.২ = (বাংলায়) অদৃশ্য ছায়া | ২৯ | ২৩. কল্পনা | ৬৪ |
| ৯. অশ্বট বট..... | ৩০ | ২৩.২ = (বাংলায়) কল্পনা | ৬৬ |
| ৯.২= (বাংলায়) অশ্বট বট..... | ৩১ | ২৪. হোচপানা | ৬৭ |
| ১০. আজু | ৩২ | ২৪.২ = (বাংলায়) ভালবাসা | ৬৮ |
| ১০. ২= (বাংলায়) দাদু | ৩৩ | ২৫. ছুদ পইদ্যানি | ৭০ |
| ১১. ধারেইয়ে বালা | ৩৪ | ২৫.২= (বাংলায়) শূণ্য সিড়ি | ৭১ |
| ১১.২= (বাংলায়) শোষণানো কর্ম..... | ৩৫ | ২৬. কবি | ৭২ |
| ১২. সমারী | ৩৬ | ২৬.২= (বাংলায়) কবি | ৭৩ |
| ১২.২ = (বাংলায়) সাথী | ৩৭ | ২৭. লাড়েই জিঙহানি | ৭৪ |
| ১৩. বেড়াচ্যা..... | ৩৮ | ২৭.২= (বাংলায়) সংগ্রামী জীবন..... | ৭৬ |
| ১৩.২ = (বাংলায়)পৰ্যটক.. | ৩৯ | ২৮. রাঙুয়া স্ববন | ৭৭ |
| ১৪. বিজয়গরি..... | ৪০ | ২৮.২ = (বাংলায়) অভাবীর স্বপ্ন .. | ৭৯ |
| ১৪.২ বিজয়গরি | ৪১ | ২৯. সরমা কুড় | ৮০ |
| ১৫. ধায়ে ধেঙা | ৪২ | ২৯.২ মা মুরগি | ৮১ |

রোমান্স হরকর বাথলা চর্চা করাটা যেমন কঠিন, বাংলা হরকর চাকমা চর্চা ও অনেকটা তুল্য। যদিও চাকমা ভাষা নিঃসন্দেহে একটি বিবর্তিত মিশ্র ভাষা, তা সত্ত্বেও প্রবাহ কাল হতে চাকমার সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতনার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে আসছে নিজস্ব রসকে।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য, যে জাতি নিজের ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বন্ধুর জন্য রাজপথে রক্ত ঢেলে দিয়ে আজত্যাগী হয়েছিল, তাদেরই গড়া শাসন তান্ত্রিক কাঠামোতে ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বে সমূহের ভাষা, কৃষ্টি সংরক্ষনে যথেষ্ট উদাসীনতা থাকায় আমরা বর্তমান প্রজন্ম নিজেদের আক্ষরিক পরিচিতির অভিধা থেকে চিরত্তরে বঞ্চিত হয়েছি। ফলে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আধাসন জাতিকে বিবর্তিত করতে করতে সুকান্তিসূর্য মাইক্রো অস্থিভেদ দিকে নিয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

তত্ত্বগত গবেষণায় দেখা যায়; প্রাকৃত, সংস্কৃত, রাগধী ও মৈথিলী ভাষারই মিশ্রিত রূপ চাকমা ভাষা। ধ্বনি প্রকরণ, শব্দ-কম্পাঙ্ক কিংবা উচ্চারণের ভাব বিন্যাসে উড়িয়া, অহমিয়া সমস্ত অঞ্চলের সমগোত্রীয় মনে হলেও কাঠামোগত ভাবে একটু ভিন্ন ধরনের। হয়তো তাকে একটি বিবর্তিত রূপ; যেহেতু ভাষার বিবর্তন সংস্কৃতি কাল এমন কি অঞ্চল ভেদেও হতে পারে।

বাঙালি সংস্পর্শে থাকার কারণে বর্তমান চাকমা ভাষাতে বাংলার আত্মপ্রকাশ পরিস্ফুটন হলেও, দীর্ঘকাল আরাকানি সংস্কৃতির সংস্পর্শে থাকার কারণে চাকমা ভাষাতে আরাকানি অংশ প্রাধান্য পালি এখনো রয়ে গেছে যার ফলে এগুলির সমার্থক শব্দও বাংলা অস্তিত্ব নেই বুলে পাওয়া যায়। যেমন "মুও পুজোনি" অর্থাৎ পাতা মোছার নেকরা, আমসুলে- ঘরের নীচে হয়তো আরাকানিকে পাতকে "মুও কিংবা ঘরকে আম ও বলা হতো। উদ্ভূত, কিয়ৎ-বিয়ৎ-কচালা-গুচালা, অসংখ্য শব্দ রয়েছে যে, গুলিকে বলা যায় অপভ্রংশ।

এই অপভ্রংশ গুলির জন্য আমার কবিতা গুচ্ছের কিয়দংশে অনুবাদ জ্ঞান সীমিত হয়ে যাওয়ার অনেক "রূপক" ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। এই অনিচ্ছা অপারকতার জন্যে পাঠক সমাজের কাছে বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তা ছাড়া, কবিতার জগতে আমি সবে মাত্র ছুটি শব্দভাণ্ডার গেলে এ সংকলন আমার হেরালি পনারই ফল; তাতে কতটুকু সাহিত্য শান থাকতে পারে জানা নেই।

কম্পোজিং, প্রচ্ছদ সংশোধনের ব্যাপারে অল্প কবি "ভুলেদা" (ভরত বিকাশ চাকমা) আন্তরিক ভাবে এগিয়ে না এলে আমার এ সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়তো না। সর্বোপরি প্রণয় অল্প কবি জনৈক আরন চাকমার হিতাহিত পরামর্শে সংকলনটির প্রচ্ছদ-রূপ দিয়ে প্রেরণ করা যায়। অধিকন্তু "আকপাদা" লিখে দেওয়ায় আমি আন্তরিক ভাবে উনার কাছে ক্রিষ্টান্ত কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি সংকলনটির প্রকাশনার মূল দায়িত্ব তথা সম্পাদনার ভার নিয়ে "হজমা পেঙহলি" আমাকে বিশাল দায়িত্ব ভার থেকে মুক্তি দিয়েছে। হজমা পেঙহলি না হলে সুদূর ফ্রান্স থেকে এই জটিল বিষয় বিস্তারিত অবগত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না সে জন্য তাদের আন্তরিক জানাই ধন্যবাদ।

আরো ধন্যবাদ জানাই আমার ভারতীয় হীন কবিতার প্রথম শ্রোতা বন্ধু প্যারিসে অবস্থান রক্ত সমাপ্তি, দীপ্তিদি, বিশ্ব, জুমরি, নন্দ কিশোর, রিপনদা, ও কাবেরীকে এবং লন্ডনের শ্রীমান সুব্রতও শ্রীমতি ওঠিনাকে।

চিত দিঘোল হোচপানা জানাঙ,
এই হোচপানা সাগরত্বন
ত হাদেইয়্যা চিগোন চিদিয়ান
ম' হাদত পযোগি ।
চিদি পেলে ম' ইত্বক্যা পরাণান
বিরুম বিরুম গরি নাজে
ত' হধানি মনত তুলি তুলি ।

গাউলি যেক্কে গম ন থায়
ম' নোনেই মনান
হানিবার চায়
কুজি গাভুর' মনত
লাঙনি চিদি মাধেই
মরোঙো দুখ্যানি পাঙ
ত' হধা মনত তুলি তুলি ।

সাত দর্যের পারত
ফারাঙি সা'ব দেবাত
কাদি যার বিরবিয়্যা জিংহানি
আঙি যার মরমব্য্যা ছণখলা
বানঙর দেব জাদর স্ববন,
ত' হধা মনত তুলি তুলি ।

বিজ্জোল টারেঙো পধত
সন্নো হরিঙ লড়াদে
বিজ্জিত্যে পহ্লানো হজ
আযার হাবেবার চায়
তু ও দ আযার ন হাঙ
ত' হধা মনত তুলি তুলি ।

রিপ রিপ গরি স্ববনে দেগঙ

.....মিথে পরাণী

চিগোন একান প্যেখ বাসা

অজল নিজো মুড়োমুড়ি

চিগোন ডাঙর জুরজুরি

পার হই ন পারঙ মুই

ত' হখা মনত তুলি তুলি ।

আমা নাঙেএলা ফেলা

তমা নাঙে সনা দলা

এই কারাণ্ডি সা'ব দেশ্যান

চেলে পোতপোত্যা তগেলে হিচ্চুই নেই

নাদংছাড়া জিংহানি ।

ব: নিঝেচ্ ফেলাং

ত' হখা মনত তুলি তুলি ।

“ ও মর মিথে পরাণী ”



ভাবানুবাদ

মিষ্টি প্রিয়তমা

প্রাণ ঢালা ভালবাসা জানাই

ভালবাসার সমুদ্র থেকে ।

তোমার পাঠানো ছোট চিঠি

আমার হাতে পড়েছে ।

তোমার প্রেরিত চিঠি পেলে ,

কাতর মনটা আমার

আনচান করে নাচে

তোমায় মনে পড়ে ।

সুহৃৎ বন্ধন থাকেনা এ শরীর

ব্যাকুল মনটা আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে
তোমায় মনে পড়ে ।

.....মিথে পরাণী

উদ্বীণ যৌবনের প্রেয়সীর চিঠি পড়ে ,
বিরহ ব্যাখ্যায় জুগি ।

সাত সমুদ্রের পারে , শ্বেত মানুষের দেশে
কেটে যায় উষ্মলিত যৌবন ।
দাবানলে জ্বলে যায় এ শুকনো বড়বন ,
রচনা করি দেশ ও জাতির স্বপ্ন
তোমায় মনে পড়ে ।

পিচ্ছিল শাপদ সংকুলে
সোনার হরিণের পিছে শিকারী পদক্ষেপ আমার
ভ্রষ্ট হতে চায় তবুও হয়না ভ্রষ্ট ।
তোমায় মনে পড়ে ।

আমি স্বপ্ন দেখি
দূরের ছোট্ট কুড়েঘর খরস্রোতা নদী আর বেষ্টিত শিখর
পারিণা পার হতে আমি ।
তোমায় মনে পড়ে ।

তোমার কাছে অনেক , অনেক কিছু
আমার কাছে কিছু নয় ।
এই শ্বেতকায়ের দেশে চারিদিকের স্বচ্ছতায় ও
আমি খুঁজে পাইনা কিছু - শুধু , এক দীর্ঘশ্বাস ।
ব্যর্থ এই জীবন
ও আমার মিষ্টি প্রিয়তমা
তোমায় মনে পড়ে ।



বিদি যেইয়া স্ববনর সুখ, উজুকচুক বিজোলী বুক
ইদোত উধে ত হধা যেক্ষে থাঙ মুই গায় গায়
ম' পরাণ ভারতী ।

ভালোক বঝর বাদে আবাদা গরি
দে'ঘা দিলে তুই স্ববনে ; পরাণ ভিক্রম ভিক্রম
পথম মর নিঝেনী হোচপানা :
ম' পরাণ ভারতী ।

দুর পজিমর মুড়ো সেড়ে , হাদি যায় মর নিরাতিত্যা জিঙহানি
তোগেই বেড়ায় পথম মর হোচপানার ছাবানি
য্যান , সুইজারল্যান্ডর ক'ন এক দোল ঢেবাত
ভাঝের জুড় নেইয়া “ তাজ ” আলসী মনে
তোলেই চায় পুরোণী দিনোর মেয়েলী গঙানি :
ম' পরাণ ভারতী ।

বারিজ্যার দিনোত , চিগোন চিগোন ঝড়' ফু'দ ভাঙি
তুই যেক্ষে হাদি যেদে ঢাগাঢাক্যা গরি
ভাঙি হ'ধে নোনেই গরি ত দুঃঘর হধানি ।
শুনিলে'অ ন শুনিদুঙ , বুঝিলে'অ ন বুঝিদুঙ
আন্দল দিদুং হানত , মিলেই যেদ হাঝি মেইয়্যানি:
ম' পরাণ ভারতী ।

“ ভরমর ” সেই সিরেতিতে জিঙহানিত
লুকদি খে'দ হাজার বঝর , নিবোলী হোচপানার আজায়ানি
ব: নিঝেজে অলি ডাগি দ টিবেটিবো যুগত :
ম' পরাণ ভারতী ।

কধক দেঝ ঘুরিলুং , চিনিলুঙ সাগর বাহর-দুয়ার মানেই
উত্তদো মনাম ন মানে , ন বুঝে , উড়ুঙ তুলি আওচ গরে
ত হোচশেইয়া মেয়ানি ।
ঠুট্যা বৈয়ের উড়েই নি'ল , জুড় হ'বার আযায়ানি
মনত উধে হোচ পেয়য়া হধানি ::
ম' পরাণ ভারতী ।

বিগত দিনের সুখে, বাড়ন্ত নিটোল বুকে
মনে পড়ে তোমারি কথা ; যখন থাকি একা
আমার, প্রিয়তমা ভারতী ।

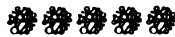
অনেক বছর পরে দেখা দিলে তুমি স্বপ্নে
দূর দূর বন্ধে, প্রথম নিবিড় ভালবাসায় :
আমার, প্রিয়তমা ভারতী ।

দূর পশ্চিমের পাহাড়ের ভাঁজে, কেটে যায় আমার হ্রস্বছাড়া জীবন
খুঁজে বেড়ায় প্রথম ভালবাসার ছায়া ;
যেমন ; সুইজারল্যান্ডের কোনও এক মনোহর হ্রদে
অলস মনে, তঁকে বেড়ায় একাকী রাজহংস
ভলিয়ে দেখে পুরোণো নদী উপনদী :
আমার, প্রিয়তমা ভারতী ।

বর্ষার দিনে ছোট ছোট বৃষ্টির মাঝে হাটতে যখন আমার পাশাপাশি
বলতে অনেক কিছুই তোমার দুঃখের কাহিনী
তুনেও শুনি না বুঝেও বুঝি না আড়াল দিভাম কানে ,
মিলিয়ে যেতো অনেক কিছুই, তোমার কবি ভালবাসা ।
আমার, প্রিয়তমা ভারতী ।

তোমার আমার হ্রস্বছাড়া জীবনে লুকানো ছিল হাজার বছর
নিবিড় ভালবাসার স্বপ্নগুলো, দীর্ঘ শ্বাসই সান্ত্বনা দিতো শুধু
আরাম হীন ভেজানো বুকে ।:
আমার, প্রিয়তমা ভারতী ।

বহু দেশ ঘুরে, বর্ণময় মানুষ দেখি বোধ ভাঙা হৃদয় মানেনা আমার
খুঁজে ফেরে শুধু ভালবাসার গল্প কথা ।
পাগলা হাওয়ায় উড়িয়ে নিলেও মিলন হবার স্বপ্ন গুলো
মনে পড়ে, তোমার মায়াবী কথা গুলো :
আমার, প্রিয়তমা ভারতী ।



তর মর দেঘা , নিবুলি মনর হোচপানা ।
 আকার পথত হজ বাড়েই জড়াতালি লাগানা ।
 এলে দ' সমাৰ্যে হুই ও'দ পইদ্যাও হজ বাড়েই ।
 মর নাদাঙহাড়া জিংহানিত : ও ম পরানী , ও মর নাগরি ।

দোল দোল, হং মুই ওলোঝোলো
 লুকদি আঘচ্ ত নাঙে
 ফাওনোর চিতদিঘোল হোচপানা ,হোজেই ল'ল বড়গাঙ ।

গুল্ কুও ঈঝং পহন পানি আবালৈ
 আড়াহরা হারঙ ,নুয়ো জুমর লেজাত বোই
 শ্ববনর হাবারাঙ পখমে বুনিম
 ও মর পরানী , ও নাগরি ।
 জুম লেজার “পদনা” হেবাঙ গছে বেগেনা
 জাওচ্ গরঙ মিদুক্ষ্যা; মাছহাঙারা তগানা
 ও মর পরানী , ও নাগরি ।

লাঙেল পখান তোগেই পেবে
 জিরেণী হলাত জিরেই লবে
 তলে -উগুরে রেনি চেইচ্ ; চিগোন ঘুভ্যাত ধুচ্ ন খেইচ্
 তারেঙ-রিজেঙ ঝাড় তারুম উচ্ কারে বেই যেচ্ ।
 ও মর পরানী , ও মর নাগরি ।

ও'দ ঘট বোজেই ,সাবালা সাজে টেলিকোনে
 জুড় হবার শ্ববন দেঘে ব: নিখেচ্ ।
 যক্কারে চুমুলঙর বিয়েআ
 ঘি আঙুল্যে কবালে আহুভিলেচ্ গরে , হাঝে শুকতারা ।
 হেযান হু চেই !

ও মর পরানী , ও মর নাগরি ।



তোমার আমার দেখা,
 প্রত্যয়ী হৃদয়ের ভালবাসা
 অন্ধকারের পদক্ষেপ জোড়াতালি দেয়া ;
 শূণ্য সিঁড়িতে পা বাড়িয়ে , তুমি আসলে সাথী হয়ে ;
 ছন্নছাড়া জীবনে , আমার প্রিয়তমা ।

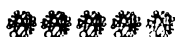
সুন্দর , আরো সুন্দর ! হই আমি বেসামাল,
 লুকিয়ে রয়েছে তোমার নামে
 ফাগুনের মনোহরা ভালবাসা , কুড়িয়ে নিলো বড়গাঙে ।

অবচ্ছ কুয়ো সেচন করে
 বচ্ছ জলের আশাটা নিয়ে
 কাঁটা ঝোপ সড়িয়ে ফেলি
 নতুন জ্বরের পারে বসে ;
 সাধের ধান হাবারাঙ বাস্তবে বুনবো
 প্রিয়তমা আমার, আমার সাধের প্রিয়তমা ।

জ্বম পারের পদনা , পাতায় পোড়া ব্যাঙাচি, সাধের মিথুককইয়্যা
 আর মাছ কাঁকড়া ঝোঁজা , আমার প্রিয়তমা ।

সরু জন্তলি পথ তুমি ঝুঁজে পাবে , বিশ্রামহলে তুমি বিশ্রাম নেবে
 ছোট্ট মরা গাছে যাতে কোথা ও হোট্ট না লাগে
 বন , বাদাড়, কর্ণা সাবধানে পারাপার করবে ।
 আমার প্রিয়তমা , আমার প্রিয়তমা ।

শূন্য ঘট বসিয়ে ঘটক সাজে টেলিফোন
 মিলন হবার স্বপ্ন দেখে দীর্ঘশ্বাসে
 ইয়ার্কি করে বিয়ের দেবতা
 দু আঙলেরর ছোট্ট এ কপালটা আফসোসে ভরা
 হাসে শুকতারা ; কেমন হবে আমার প্রিয়তমা
 আমার সাধের প্রিয়তমা !



চান গাভুরি তুই চান্দবী ,
মর বিদি যেইয়া বিজোগর কাব্য ; পঙ্কজর দুলুকুমরী ।

চান গাভুরি তুই এক কবিতা
ফাগুনোর হোগিল প্যেখ ; দুলোনো সিজির অলি ।

চান গাভুরি তুই স্ববনর এাইল মোন
লাঙেলো পথর জিরেনী খলা ; তারেঙো মাধার জুরজুরি ।

চান গাভুরি তুই খরান্যা পেঘোর মিখে পানি
ক্ষয় নিঃবেস্যে পরাগর মিখে আহুতা
বঝর মাধার আগ-আপ তোন ।

চান গাভুরি তুই কার্বে সুধর ফুলবলা আলাম ,
আলেইয়া রানজুনির সাতরঙ
পঝিম আগাজর শুকতারা ।

চান গাভুরি তুই নাদেঙপত্তির হিরিমিরি
পত্তাপত্তির পদ্মাপত্তি; তেঙ-তেঙরির জদন ।

চান গাভুরি তুই ছুটা বৈয়ারর উড়ন্দি শিমেই তুল'
নাকশা ফুলর তুঘাচ্ ।
রাদা ফুলর রাঙা রঙ ।

চান গাভুরি তুই আলসি ঘুমর পত্যা স্ববন ,
লাঙ্যা মনর ব্যাওত ব্যাওত জার কাদা
ফুট্যাফুলর রাণী ম্যাগনোলীয়া ।



চন্দ্রা , তুমি চন্দ্র মূখী
আমার বিগত জীবনের কাব্য
রূপ কথার দুলু কুমরী ।

চন্দ্রা , তুমি একটি কবিতা
ফাগুনের কোকিল পাখী
দোলনায় ঘুম পাড়ানিয়া ।

চন্দ্রা , তুমি স্বপ্নের সবুজ পাহাড়
পাহাড়ীয়া পথের বিশ্রামাগার
পর্বতের চূড়ার বর্ণাধারা ।

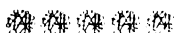
চন্দ্রা, তুমি গ্রীষ্ম পাখীর মিষ্টি জল
দম ভেজানো বুকের খোলা হাওয়া
প্রান্তিক বর্ষের কামনার ফসল ।

চন্দ্রা , তুমি শোধিত কার্পাসের ফুল তোলা আলাম
হেলানো রামধনুর সাত রঙ
পশ্চিম আকাশের শুকতারা ।

চন্দ্রা, তুমি ফিঙ্গে পাখীর ইয়ার্কি
প্রজাপতির লুকোচুরি
উড়ন্ত ফড়িঙের মিলন ।

চন্দ্রা, তুমি পাগলা হাওয়ার শিমুল
সুগন্ধি নাকশা ফুল
রাধা ফুলের লাল রঙ ।

চন্দ্রা, তুমি অলস ঘুমের ভোরের স্বপ্ন
প্রেমিক মনের স্রোত শিহরণ
ফুটন্ত ফুলের রাণী ম্যাগনোলীয়া ।



এক দিন তুই এবে আমা ইদু
 তুই মরে কথা দুয়চ্
 আওঝর হোচপেয়ে মেয়েলি গরুবা সাজন গরি
 তুই এবে আমা ইদু
 তুই মরে কথা দুয়চ্ ।

ঘর' চালান পুরোন অইয়ে
 ফু'ধ ফু'ধ পানি পড়ে
 মুর খামুয়া উইয়ে খেয়ন
 পুরোণ ঘরান লড়ে-চড়ে ।
 হেঙেরি তুই এবে হ'না আমা ইদু
 তুই মরে কথা দুয়চ্ ।

চাল সিয়েবার ছণ নেই
 ছণ গলায়ুন দাঙা যেইয়ন ;থক দিবার খাম নেই
 বেক খামুন উইয়ে খেয়ন
 হেঙেরি তুই এবে হ'না আমা ইদু
 তুই মরে কথা দুয়চ্ ।

বোন আগন সাতুয়া ,
 আমি আগি তের ভেই
 অদঙগরল চলাচলি আমি আমি সঙ নেই
 হেঙেরি তুই এবে হ'না আমা ইদু
 তুই মরে কথা দুয়চ্ ।

ঘরত নেই পানি ,
 চুলোত নেই আগুন
 বাজান তারা কোজ্যা ,
 ন পারঙর সামাল দি
 হেঙেরি তুই এবে হ'না আমা ইদু
 তুই মরে কথা দুয়চ্ ।

বড় গাঙত ন আয়ে'ঘ,

পার গরিবার মাঝি নেই

গায় আঘে লক্ষিরামে

তে ন জানে পাঙিই বেই

হেঙেরি তুই এবি হ'না আমা ইদু

তুই মরে কথা দুয়চ্ ।

যুদি এজচ্ ক'ন দিন

সুনযুক্যা পজাসান গরি সম্মরি থোম

মর ওজোলেঙ' ফুল বাড়েঙত

আয় তুই আয়

তুই মরে কথা দুয়চ্ ।

যদি এজস ক'ন দিন

পানি কস্তি ভরি থোম ,

অগই পুড়ো ধুন্দ থোম

বীচ্ কুড়োবো কাবি দিম ,

গমে দোলে ভাত রানিম

আয় তুই আয়

তুই মরে কথা দুয়চ্ ।

যদি এজস্ ক'ন দিন

গম কাবিদ্যাঙ বিয়েই জুরিম ,

গম ওজা বন্ জুরিম

ঝিয়ুনোরে বৌ দিম , পুয়াতো বো আনিম

কজ্যা কেরেঙ্গার ন গরিবাক

বেকুনে তারা সুঘে খেবাক ।

আয় তুই আয়

তুই মরে কথা দুয়চ্ ।

.....মিখে পরাগী



একদিন তুমি আসবে আমার কাছে
তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো, মনে রেখো ;
কাক্তিত অতিথির ভালবাসা নিয়ে
তুমি আসবে আমার কাছে তুমি আমাকে কথা দিয়েছো ।

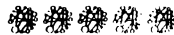
ছাউনিটা পুরোনো আমার , জল পড়ে ফোঁটা ফোঁটা
পোকায় ধরা খুটি, তাই ঘরটা আমার নড়েবড়ে ।
তুমি তাই কিভাবে আসবে !
তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো , আসবে বলে ।

ছাউনি দেওয়ার ছগই নেই
ছগ ঘরে আগুন , খুটিও খেয়েছে পোকায় ।
তাই তুমি আসবে কি ভাবে !
তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো আসবে বলে ।

আমরা সাত বোন , ভাই তেরো
আমাদের সঙ্গে আছে বেসামাল ইয়ার্কি
আর আমরা এক তো নই'ই ।
এখন তুমি আসবে কিভাবে !
তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো আসবে বলে ।

ঘরে জল নেই , নেই চুলোতে আগুন
লেগেই থাকে কপড়া পুরোটা বছর ,
না, পারিনা সামাল দিতে ।
আসবে তুমি কি ভাবে !
তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো আসবে বলে ।

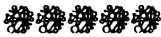
পারাপারে আছে নৌকা, নেই শুধু মাঝি
আছে লক্ষিরাম, পারেনা সে বৈঠা ধরতে ।
আসবে তুমি কি ভাবে !
তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো আসবে বলে ।



যদি আসো কোন ও দিন ,
অমূল্য সম্পত্তি দু হাত ভর করে
রাখবো সে ধন নীত হয়ে আমার অন্দর মহলের সিন্দুক
এসো , তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো আসবে বলে ।

যদি আসো কোন ও দিন জলের (হস্তি)ভরে রাখবো
তামাক বানিয়ে রাখবো অগ্নি ভরে
বীজ মোরগ জবাই করবো
রান্নাটা করবো আরো যত্ন করে
এসো , তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো আসবে বলে ।

যদি আসো কোন ও দিন
ভাল কারিগর বিয়াই করবো , ভাল ওঝা বন্ধু জুরাবো
ছেলে মেয়ের বিয়ে দেবো
দেখবে ওরা ঠিক ঝগরা-ঝাটি করবে না
সবাই তারা সুখে থাকবে
এসো, তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো আসবে বলে ।



তুই এস্যোচ্ ম ইধু বৈঝেক্যের চুকচুক্যা কালা মেঘ'সান
 আহ্ বড় বৈয়ের দখ্যান গরি
 এলে দ পাশ্তে ফাণ্ডনোর চিত দিঘোল আহ্‌ভা হুই ! পরাণ জুরোণী
 মুই আহ্‌ভিলেচ্ ন গরঙ ;
 মেইয়্যা গরঙ তরে !

তুই এস্যোচ্ ম ইধু চোত মাস্যা হরানত, উমেয়ে গরমত
 তৈষ্যে পুক হুই তৈষ্যে লাগেবাত্যেয়
 এলে দ পাশ্তে ফাণ্ডনোর হালা হোগিল হুই
 পিউ পিউ শিক কাড়ি কাড়ি ত মিধে র' শুনেবাত্যেয়
 মুই আহ্‌ভিলেচ্ ন গরঙ ;
 মেইয়্যা গরঙ তরে !

তুই এস্যোচ্ ম ইধু ভা'দ মাস্যা পাগানা রোদোত
 চেড়েই পুগর র লোয়
 কানর পুক মারেই দিবাতেয়
 এলে দ পাশ্তে জুনো পহড়' রেদোত জুনো গাভুযোর
 বাজির সুর হুই পরান জুরোণী
 মুই আহ্‌ভিলেচ্ ন গরঙ ;
 মেইয়্যা গরঙ তরে !

তুই এস্যোচ্ ম ইধু পোষ মাস্যা বাঘ গুজুরানি জার কালত
 দাঁত সিলেইয়্যা গির গিরে গির গিরে
 মর উম উম কেদায়ান কারি লবাত্যেয় ।
 এলে দ পাশ্তে জুম্ম তুলোর রোজেই হুই
 গরম আহ্‌ভা লই
 মরে পাশ্তে ঘুমর রাজা বানেবাস্তে
 মুই আহ্‌ভিলেচ্ ন গরঙ ;
 মেইয়্যা গরঙ তরে !

তুই এস্যোচ্ ম ইধু আযার মাস্যা জালা লাগনি ধরত,
 শিল বৈয়ের হুই
 ভান্ত হাম্মরর দু:গর পইদ্যানে কাড়ি নিবাত্যেয়

এলে দ পাতে আখিন মাস্যা শির পানি হুই
 ধান শিযের আগাত বোই হাঝি হাঝি খেবাত্যেয়
 মুই আহ্ভিলেচ্ ন গরঙ
 মেইয়্যা গরঙ তরে !

তুই এস্যোচ্ ম ইধু শাগোন মাস্যা ভা'দ রাদত
 পেঠ বাস্যে পেঠ বাস্যে
 বার্ঘে পইয়োর আলু বাচ্চুরি কাড়ি খেবাত্যেয় ।
 এলে দ পাতে কাদি মাস্যা ভরা দিনোত
 মদ জগরা আ বিনি পিদে খেবাত্যেয়
 মুই আহ্ভিলেচ্ ন গরঙ ;
 মেইয়্যা গরঙ তরে !

তুই এচ্যোচ্ ম ইধু শ্বোয়াদ্যে পইয়োত
 ভা'দ ভিধিরে চিগোন শিল হুই
 ম দাস্তুন ক্ষয় মারেই দিবাতেয়
 এলে দ পাতে হবরক ভাদর তুমাচ্ হুই
 এটা মাছর বাচ্চানি লৈ মরে পেট ভরেই দিবাতেয়
 মুই আহ্ভিলেচ্ ন গরঙ ;
 মেইয়্যা গরঙ তরে !

তুই এস্যোচ্ ম ইধু পুযি যেইয়্যা হুগুরর বাচ্ ধরি
 মর গখনাত দুলো দুলো গরি খেবাত্যেয়
 এলে দ পাতে নাকশা ফুলর তুমাচ্ হুই
 রেবেক ফুলর দোলানি লই 'মর মন' হবগত ফাল মারিবাতেয়
 মুই আহ্ভিলেচ্ ন গরঙ ;
 মেইয়্যা গরঙ তরে !

তুই এস্যোচ্ ম ইধু গঙার পানি দক্যান গরি
 মর সুঘর জিংহানি ভাবেই দিবাতেয়
 এলে দ পাতে গোলাপ পানি হুই তুমাচ্ গরি
 মর কুঝি কেইয়ারে দলি দিবাতেয়
 মুই আহ্ভিলেচ্ ন গরঙ ;
 মেইয়্যা গরঙ তরে !



তুমি এসেছো আমার কাছে

কাল বৈশাখীর ঝড়ো হাওয়ার মতো কালো মেঘ হয়ে ।
এলে তো পারতে ; ফাগুনের মিষ্টি হাওয়া হয়ে হৃদয় জুড়োতে !
আমি আফসোস করিনা ;
করুণা করি তোমাকে !

তুমি এসেছো আমার কাছে

চৈত্রের খরদাহে, গুমোট গরমে বিরক্ত মাছির ন্যায় ভগবনাতে
এলে তো পারতে ; সুরেলা কোকিলের স্বর হয়ে পিঁউ পিঁউ ডাকা ডাকতে ।
আমি আফসোস করিনা ;
করুণা করি তোমাকে !

তুমি এসেছো আমার কাছে

ভাদ্রের তপ্ত রৌদ্রে জুঙলি ঝিঁঝির ডাক দিয়ে
কানের পর্দা ছিঁড়ে দিতে
এলে তো পারতে ; জ্যোৎস্না রাতে গ্রাম্য যুবকের
সুরেলা বাশির সুর হয়ে প্রাণ জুড়োতে ।
আমি আফসোস করিনা ;
করুণা করি তোমাকে !

তুমি এসেছো আমার কাছে ;

পৌষের তীব্র কনকনে শীতে ; দাঁড়ের কলাপ কাপুনি ধরে ;
আমার উষ্ণ কাঁধা কেড়ে নেওয়ার জন্যে
এলে তো পারতে : জুম্মো কার্পাসের লেপ হয়ে
একরাশ উম নিয়ে আমাকে ভোরের ঘুম পাড়াতে ।
আমি আফসোস করিনা ;
করুণা করি তোমাকে !

তুমি এসেছো আমার কাছে ;

আষাঢ়ের পল্লবিত সময়ে শিলা বৃষ্টি হয়ে ,
দুখী মানুষের পেটের ভাত কেড়ে নিতে ;
এলে তো পারতে, আশ্বীনের শিশির হয়ে
হাস্যোজ্জ্বল ধানের শীষে বসে থাকতে ।

আমি আফসোস করিনা ;
করুণা করি তোমাকে !

.....মিথে পরাণী

তুমি এসেছো আমার কাছে
শ্রাবনের অনাহারে পেটে হাত দিয়ে
বাড়া খালার আলু , বাচ্চুরি কেড়ে খাবার জন্যে
এলে তো পারতে ; কার্তিকের ভরা দিনে
মদ জগরা আর বিনী পিঠা খাবার জন্যে
আমি আফসোস করিনা ;
করুণা করি তোমাকে !

তুমি এসেছো আমার কাছে
আমিষ পাতে , ভাতের ভিতর লুকনো ছোট পাথর হয়ে
আমার দাঁত গুলোকে ক্লম করার জন্যে
এলো তো পারতে কবরক ধানের সুগন্ধি নিয়ে
মাছ মাংসের পাত সাজিয়ে আমাকে ক্ষিধে নিবারন করতে
আমি আফসোস করিনা ;
করুণা করি তোমাকে !

তুমি এসেছো আমার কাছে
পচাগলা কুকুরের মতো দুর্গন্ধ নিয়ে
আমার গলায় দোল খাওয়ার জন্যে
এলে তো পারতে ; রেবেক ফুলের সুন্দরী রঙ দিয়ে
আমার মনের ছায়াতে দোল খেতে ।
আমি আফসোস করিনা ;
করুণা করি তোমাকে !

তুমি এসেছো আমার কাছে
শ্রোতস্বীনি শ্রোতের মতো
আমার সুখের সংসারকে ভাসিয়ে দিতে ;
এলে তো পারতে ; সুগন্ধি ভরা গোলাপ জল হয়ে
আমার কোমল শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে !
আমি আফসোস করিনা ;
করুণা করি তোমাকে !



মোন মুড়ো ফারিনে, ছণখলা ভুই চিরিনে
যুদি ধুও ভুইয়ত পরিবের চাচ্
যা তুই যা , লেঘি দিলুং ম' ছুড় কাগজ ।

এক পল্লা , জিঙহানির নাদুকটুক সংসার ফেলেই
যুদি ষ পল্লা জিঙহানির টান্যে সংসার চাচ্
যা তুই যা , লেঘি দিলুং ম' ছুড় কাগজ ।

পুগ ফেলেই পঝিম সরচ্ , খবঙ ফেলেই টক্যা ধরচ্
পিনোন খাদি ফেলেই যুদি বর্গাশাড়ী পেদে চাচ্
যা তুই যা , লেঘি দিলুং ম' ছুড় কাগজ ।

বুগর লো খাবেই , হেয়ের তেল বেজি
বানাঙ তরে আগুচ গরি ।
পিনোন পিন্যে খাদি বান্যে সুনজুক্যা পুরি ধক্যা গরি
তুও দ যুদি ষেবার চাচ্
যা তুই যা , লেঘি দিলুং ম' ছুড় কাগজ ।

তুই দ মর হোচপানা , ত' মা-বাবর তবনা
ত ছাবুগিত লুক দি আঘে
চিগোন জাদর অগুন্দি নিঝেনী ।
যা তুই যা , লেঘি দিলুং ম' ছুড় কাগজ ।

হালিক ! মরে তুই ইদোত ন তুলিচ্ !
হ'ন দিন যুদি পরানে মাগে লেলম পাদা , বাচ্চুরি
সেক্ষে তুই ধার্যেতুন মাগিচ্ কুজু পাদা বেচ গরি
যা তুই যা , লেঘি দিলুং ম' ছুড় কাগজ ।

হন' দিন যুদি পরানে মাগে
হড়া বিগুনোর ছিদোল কড়ই
সেক্ষে তুই ধার্যেতুন মাগিচ্ চিগোন চিগোন খ'র বোড়োই
যা তুই যা , লেঘি দিলুং ম' ছি আঙুল্যে ছুড় কাগজ । ৩৩৩

পাহাড় পর্বত ছাড়িয়ে , বন বাদাড় ছুঁয়ে
যদি মুক্ত ভূমে যেতে চাও
যাও তুমি যাও , লিখে দিলাম আমি আমার ছাড়পত্র ।

এক বার , ছোট্ট গোছানো সংসার ফেলে
যদি আরো একবার কারোর সংসারী হতে চাও
যাও তুমি যাও , লিখে দিলাম আমি আমার ছাড়পত্র ।

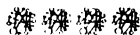
পূর্বের চেয়ে যদি হয় পশ্চিম উত্তম
টুপিটা মাথায় দিয়ে , ফেলো তুমি খবঙ
“খাদির” মমতা ফেলে , পিনোন টা ছুড়ে
জড়িয়ে ধরে শাড়ীকে আরো আপন করে
যাও তুমি যাও , লিখে দিলাম আমি আমার ছাড়পত্র ।

শরীরে ঘাম ঝড়িয়ে , বুকের রক্ত পান করিয়ে
পিনোন খাদি পরিয়ে ; সুন্দরী রূপসী পরীর মত গড়ে তুলি
তবুও তুমি যদি যেতে চাও
যাও তুমি যাও , লিখে দিলাম আমি আমার ছাড়পত্র ।

তুমি তো আমার ভালোবাসা , পিতা মাতার সাধনা
তোমার ছাবুগীতে লুকিয়ে রয়েছে ছোট্ট জাতির অজস্র নিশানা
তবুও তুমি যদি যেতে চাও
যাও তুমি যাও , লিখে দিলাম আমি আমার ছাড়পত্র ।

তবে , তুমি আমাকে মনে রেখোনা
কোন ও দিন দি ন যদি ইচ্ছে জাগে লেলম পাতা আর বাচ্চরি
তখন তুমি প্রেমিকের কাছে খুঁজে পাবে কচু পাতা বেশি করে
যাও তুমি যাও , লিখে দিলাম আমি আমার ছাড়পত্র ।

কোনো দিন খেতে ইচ্ছে জাগে ,কচি বেগুনের ছিদোল কড়ই
তখন তুমি প্রেমিকের কাছে খুঁজে পাবে ছোট্ট ছোট্টক কুল
যাও তুমি যাও , লিখে দিলাম আমি আমার ছাড়পত্র ।



এই পিখিমীত মুই বাজি থেইম

ম সান , ম ধক, ম মনর আওচ লৈ

ঔ দেবংশী ছাৰা ! তুই মরে বাজি থেবার দে

মর জনমর আওঝে ।

গেইম মুই দোল গীত, কোম দোল কধা , থেইম তিদে-মিখে

ছাগিম নুনজো পানজা ,চেইম গম বাঞ্জে , চুমিম তুমাচ, পজাবাচ

শনিম দোল দোল পচন , মর মনর আওঝে ।

ঔ দেবংশী ছাৰা , তুই মনে বেকুব মনে ন গরিচ্

চা'না মুই কি গরঙ মর ,মনর আওঝে !

মরে গরিবার দে ম হাদেন্দি

কধা কবার দে ম মুয়োন্দি

শনিবার দে ম কানন্দি

ছাগিবার দে ম জিলোন্দি

চুমিবার দে ম নাগন্দি

চেবার দে ম চোঘোন্দি ।

ঔ দেবংশী ছাৰা তুই মরে আলসি মনে ন গরিচ্

মুই গরিম ম হাদেন্দি

ঔ দেবংশী ছাৰা তুই মরে বুব মনে ন গরিচ্

মুই কোম ম কধান্দি

ঔ দেবংশী ছাৰা তুই মরে কাল্ মনে ন গরিচ্

মুই শনিম দোল দোল গীত দোল পচন ম কানন্দি

ঔ দেবংশী ছাৰা জিল নেই মনে ন গরিচ্

মুই ছাগিম তিদে -মিখে , নুনজো-পানজা ম জিলন্দি

ঔ দেবংশী ছাৰা তুই মরে নিবুলি নাগা মনে ন গরিচ্

মুই চুমিম তুমাচ্ পজাবাচ্ ম নাঙ্কদি

ঔ দেবংশী ছাৰা তুই মরে কান মনে ন গরিচ্

মুই চেম গম বাঞ্জে মর ,মনর আওচ্ । ৞৞৞৞

এই সবুজ পৃথিবীতে বাঁচবো আমি
আমারি মতো , আমার কাকিত কামনায় ।
ও অদৃশ্য ছায়া ! তুমি আমাকে বাঁচতে দাও আমার মনের ইচ্ছেতেই ।

গাইবো সুরেলা গান , বলবো ভাল কথা , খাবো মিষ্টি আর তেতো
চুষে দেখবো কোনটা আলুনি -পানসে , দেখবো ভালোমন্দ
ওঁকবো সুগন্ধি - দুর্গন্ধ , শুনবো রূপকথা
আমারি , স্বকীয় কামনায় ।

ওহে অদৃশ্য ছায়া ! তুমি আমাকে বোকা মনে করো না
দেখো আমি কি করি আমার ইচ্ছেতেই ।

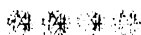
আমাকে করতে দাও আমার হাতে
বলতে দাও আমার ভাষায়
খেতে দাও আমার মুখে
শুনতে দাও আমার কানে
চাখতে দাও আমার জিহ্বায়
ওঁকতে দাও আমার নাকে
দেখতে দাও আমার চোখে ।

ওহে অদৃশ্য ছায়া ! তুমি আমাকে অলস মনে করো না
দেখবে, করবো আমি নিজের হাতে ।

ওহে অদৃশ্য ছায়া ! তুমি আমাকে বোকা মনে করোনা
দেখবে, বলবো আমি নিজের ভাষায় ।

ওহে অদৃশ্য ছায়া ! তুমি আমাকে কালা মনে করোনা
দেখবে আমি শুনবো সুরেলা গান
রূপকথা আমারি দু কানে ।

ওহে অদৃশ্য ছায়া ! তুমি আমাকে অন্ধ মনে করোনা
আমি দেখবো ভালোমন্দ আমারি
আর আমারি মনের ইচ্ছেতেই ।



অশ্বটু বট অলে'অ “ বোধিবৃক্ষ ” নাঙে
চিনিই তারে এ সন্তসারত
“ মহামুনি গৌতমে” বুদ্ধত্ব লাভ করযে
বোইনে তার করানত ।

একদিন এল তার শিগোর-পাগোর
আহ্ এল মস্ত্য মস্ত্য ঢেলা
বুজিধুয় সে তলে চিগোন-ডাঙর
গাভুয়া গাভুরির মেলা ।

ইক্ষু তে বুড়ো অইয়ো ; বেক ঢেলাউন যেইয়ন ভাঙি
গুলো গুলি পড়ি যেইয়ন ; পেঘে ন গান গীত তা করত বোই
বেজার নেই তার টিয়েই আগেদে বেক আবদ অই ।

গুলয় খেইয়ো পেক্ষুনে ফেলেই গেলেঅ
থে'দ এবাক রেদো পেজা
পুরোণী হধা ঈদোত তুলি গুরিবয় বিগিদি
কানাত লব তে নুও পজা ।

কাদি যোক বিদি যোক মুজুঙেঙুন
কুও পযো আকারান
পুগ বেল ফেলেই গেলেঅ
আঝা তার পুন্নিমা পহুড়ান ।
দোল স্ববন দেই গরিবো ভালদি কাম
দিব দজরে
জুম্মো জাদর মনত বানি থেব' তে
বজর বজরে ।

তা করত বোই মিখে ছাবা লৈ
জানাঙ তারে পাত্তুরু তুরু
পুনঙ চান ধক্যান গরি ডাগঙ তান্যাবীরে
বাজাঙ বাজি তুরু রু তুরু রু । ৩৩

অশ্বটু বট হলে ও “ বোধিবৃক্ষ ” নামে
পরিচয় এই ধরনীতে
“মহামুনি গৌতম ” বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন
বসে তার কোলে ।

একদিন ছিল তার শিখর-বাকর বড় বড় ডালাপালা
বসতো তার নীচে ছোটবড়ো
যুবক-যুবতীদের মেলা ।

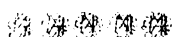
এখন সে বুড়ো হয়েছে ডালপালা তার ভেঙেচে
ফল গুলি তার ঝড়ে পড়েছে
কত পাখী গান করলো তার তার কোলে বসে ।

অভিমান নেই তার ; দাঁড়িয়ে রয়েছে সে সব আপদ সয়ে
ফল ঝাওয়া পাখীরা ছেড়ে গেলেও
হয়তো আবার আসবে রাত্রির পেঁচা
পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে করবে ইয়াকি
কাঁধে লবে সে নতুন বোঝা ।

কেটে যাবে শীঘ্রই সামনের কুয়াশা ভরা অন্ধকার
পূর্বের রাঙা সূর্যালোক ছেড়ে গেলেও
স্বপ্ন তার পুর্ণিমা জ্যোৎস্না ।

সুন্দর আলোতে নব উদ্যমে ; করবে হিতকর কাজ
জুম্ম জাতির হৃদয়ে আশার সঞ্চারক হয়ে
বেঁচে রবে তুমি হাজার বছর ।

তার কোলে বসে , মিষ্টি ছায়া নিয়ে
করি তার সু কামনা
দিনের রাজার মতো ডাকি টান্যাবীকে
এই তো মোর বাসনা ।



হেনযান আগচ্ আজু তুই ?

দিলে দ গোজেই ত ওচ্ছেয়ে জিঙহানি
ভালেদী কামত ঢালি ।

হধক দি চ'র তুই ফুন

আড়াপীড়ল্যা হেয়ানত
নেই তুলি দ ন পারর ।

চিগোন ন' লোয় অকুল দজ্যাত পাঙেই বেই যর

৪০ বজর ধরি , পাটলী ধরিয়া নেই
যুদি পারচ্ ফুনে
নেই কুলেই দ ন পারর ।

তাজা ঘরত জড়াতালি লাগিবার আযায়

বাবেই দিবার চ'র তুই বেত ,
রিনি চ'র ফুগুদি হানাদি
যুদি পাচ্ তুই আরি
নেই বানি দ ন পারর !

কানা কুমোত পানি ঢালি , পুরেই দ চ'র ফাগুন মাস্যা আযা

তুরেইবার চ'র এ্যইল এ্যইল্ জুম
নেই বুয়েই দ ন পারর ।

বেজ্জদি , হাবাহাবি , মারামারি , লুঅ গন্নমত ভাজি যার

স্ববনর এ্যইল মোন ।

চিরিত চিরিত উড়ি পরের গরম গরম লো

চের কিত্যা খাপ দি আগন মানেইয়্য পল্লান -
মরা হিজ্জেগে ডুগুরি হানের মোনো তুগুনো
খবঙ, ধুদি পুজি যার নিবেলী ঝাড়ত
জনম লদন আজারো পল্‌পট্ হিল চাদি গাঙত ।

হেনযান আগচ্ আজু তুই ? ❦❦❦

দাদু ,আছো তুমি কেমন ?
ভাসালে তোমার সাজানো জীবন
হিতকর কাজে ।

ঝাড়ফুক , মস্ত পাঠকরে ও
পীড়িত শরীরটা .
ভালো তো করতে পারলে না !

ছোঁই তরীতে , অকুল সমুদ্রে
দাঁড় বেয়েছ ৪০টা বছর ;
বৈঠা ধরার কাউকেই পেলে না
যদি দেখো কুল , কিনারা
না ! কুলোতে তুমি পারছো না !

ভাঙা ঘরটায় জোড়াতালি দিয়ে ;
বাঁধবে তুমি শক্ত করে
দেখছো তুমি ছিদ্র দিয়ে পাও যদি বাধন
না ! তুমি বাঁধতে পারছো না ।

ফুটো কলসীতে পানি ভরাটের আশায় দেখো তুমি ফান্ননের স্বপ্ন
গড়বে যেন সবুজের ফসল
না ! ঢালতে তুমি পারছো না ।

হত্যা , গুম , ধর্ষণে ভেসে যায় স্বপ্নের সবুজ পাহাড়ে
ফিনকি দিয়ে উপচিয়ে পড়ে উষ্ম রক্ত স্রোত ।
চারিদিকে উৎপেতে বসে আছে মানব শিকারী ।
শেষ চিৎকার দিয়ে গুমরে ওঠে পাহাড়ের চূড়াগুলি ।
পটে যায় ধূতি পাগড়ী গহীন জঙলে
জন্ম নেয় হাজারো পলপট হিল চটলায়
কই ! কিছুই তো করতে পারলে না দাদু !

দাদু আছো তুমি কেমন !



গীদ' পেঙ্কুন ধেই যেইয়ান ভালদুরোত
হোচ পানার রস শুগেই যেইয়ো পিখিমীতুন ;
“ বুব ” অই পরি থায় গেঙকুলির গলা
স্ববনর ছাবা ভাঙি ন পারে ।

জুরেইয়া হধা ঈদোত তুলি ন পারে কবি
সয় সাগর্ঘ্যে জ্যামিতি পৌন পুনিক
“ বা ” বানে তা মনত
“ ধারেইয়া বালা ইঃজেব গরে, হধক তে পে'ব ।

কান্দুয়ার ঘাম মিলেই যায় বাওলি হামত
“ লুলয় ” অই পরি থায় হাত ঠেঙ
জুনি দেষে ষি চোষে, লড়ি ন পারে
হাত দেয় হবালত ।

“ আজুজুয় ” লই ন' পারে আলুয়ই
লাঙল “ ঈট ” কয় যায় পাখর ডুইয়োত
চিদে গরে কমলে তে লাগেব ?

নুয় নুয় গিরিখি বুঝি ন পারে ঘরর বৌ
দেগে ষি চোষে আনুধোর
জঞ্জালে ভরি উদে পাদেয়ো ঘর
হম্বিজে আযার ঝায় মিখে “ মু ”
পরাণ দিক কাবুলো অন্ন হেরাঙা পিখিমীত । ০৩০০

গানের পাখীরা চলে গেছে অনেক দূরে
ভালবাসার রস শুকিয়েছে ধরণীতে ;
বোবা হয়ে বসে থাকে সুকণ্ঠী চারণ গীতি ;
স্বপ্নের ছায়া প্রকাশ করতে পারেনা ।

রচিত পঙতিমালা , স্মরণ হয় না কবির ;
নানা অংক , জ্যামিতি , পৌনপুনিক
বাসা বাঁধে তার মনে
শোধরানো! কর্ত্ত্ব হিসেব করে , আর সে কত পেতে পারে !

কর্মীর ঘাম নিলিয়ে যায় কর্মের মধ্যে
অবশ হয়ে উঠে তার হাঁত পা
দু চোখ ভরে উঠে অন্ধকারে , লড়তে পারে না
হাত দেয় কপালে ।

কর্ষণ করতে পারে না চাষি ;
লাঙলের কালা ভোতা হয়ে যায় পাথরে জমিতে
চিন্তা করে কখন সে বপন করবে ।

নব বধু বুঝতে পারেনা সংসারের হালচাল
কুলহীন দেখে শুধু দু' চোখে ।
হ-ব-ব-ব হয়ে উঠে পাতানো সংসার ।
অশ্রীলে ভরে উঠে মিষ্টি বচন
বিমুঢ় হয়ে উঠে প্রাণ, এই লাগলা পৃথিবীতে ।



ফুটা গলাপ মুই নয়

মুই একুয়া ধরেয়ে সিগিরেট

মানেই মনত ন জ্বলিলে'অ

মানেইয়র মুয়োত মুই আঙু ।

কারর মনত বিষ অলে'অ

কারর কামত লাগঙ

ধুম নেই , মর ধুম নেই

ফেলেই দি ন পারিবে মরে ।

মিধে শরবত মুই নয়

মুই এক বদল মদ

ভেঝাল্যা মনত নারদ সাজি

পাদাঙ মুই হেরেঙা জট ।

মাসল্যা মাধাত লাঙনি অই

দেঘাঙ স্বর্গর পথ ,

ধুম নেই , মর ধুম নেই

ফেলেই দি ন পারিবে মরে ।

সাজিবার মু চেবার আ-না মুই নয়

হলুঙ হাগোজর পাদা

জুয়ারী হাদত ভর গরি

গরি পারঙ জখা ,

ঠাণ্ডয়ে গলাত পানি ঢালি

বানেই পারঙ নাদা

ধুম নেই , মর ধুম নেই

ফেলেই দি ন পারিবে মরে ।



ফুটন্ত গোলাপ আমি নই
 আমি একটি জ্বলন্ত সিগার
 মানবের মনে জ্বলি না ঠিকই
 মানুষের মুখেতে জ্বলি ,
 কারোর মনে বিষ হলে ও
 বিশেষ কারোর কাজে লাগি
 শেষ নেই , মোর শেষ নেই
 আমাকে ছোড়া যাবেই না ।

মিষ্টি শরবত আমি নই
 আমি শুধু এক বোতল মদ
 কুটিল মনে নারদ সেজে
 বানাতে পারি আমি জট ,
 মাতালের মাথায় প্রেয়সী হয়ে
 দেখাই স্বর্গের পথ
 শেষ নেই, মোর শেষ নেই
 আমাকে ছোড়া যাবে না ।

সাজবার আয়না আমি নই
 হলাম আমি কাগজের পাতা
 জুয়ারীর হাতে ভর করে
 করতে পারি একতা ,
 ধনীর গলায় জল ঢেলে
 করতে পারি সর্ব হারা
 শেষ নেই, মোর শেষ নেই
 আমাকে ছোড়া যাবেই না ।



পিখিমীয়ান ঘুরি ফিরি চাঙ বেড়াঙ ফাস্তুয়া , তগাঙ বারমাস
ত' দখ্যা মেয়েবী , দোলবী , ম পরানর চাদিগাঙ ।

ত' বুগোত তারা এলাক রাধামন- ধনপুদি , নিলোকধন-নীলপুদি
পুনঙচান- তান্যাবী , ল্যাঙা লাঙনির দল ,
ও মর , মর পরাণর চাদিগাঙ ।

ইদোত উধে ত হধা যেক্কে বেড়াঙ গায় গায়
অজল মোনোত , ধূল্যাচরত , মেঘ'সেড়ে
আ- ধুপ ঘন বরফত , ও মর , মর পরাণর চাদিগাঙ ।

অজল হিমালয়ত মোনো উত্তরে ইন্ পোৰ্খা হয়োত
আল্লাস মোনোর দড়িত টাঙো পেখ বাসাত
আমাজনর নিবুলী ঝাড়ত , আ- নৰ্মান্দীর সাগর' পারত
যেক্কে মুই ঘুরঙ , ত হধা ইদোত তুলঙ আ- মনে মনে হানঙ
'ও মর , মর পরাণর চাদিগাঙ ।

সুইজারল্যান্ডস্থান সাইথ্রাসত্ আ সেস্তুন সাইবেরিয়াত
যেক্কে এগেলা গরি ঘুরঙ
ত হধা ইদোত উধে , মনে মনে মুই হানঙ
'ও মর , মর পরাণর চাদিগাঙ ।

আখার তাজমহল , চীন দেঝর দিঘোলী গ'দা
আ- মিশর দেঝর পাখর বিনী পিদে চেই
যেক্কে হরান হই পানি তাচ্ গরে , সেক্কে মনে মনে হানঙ
'ও মর , মর পরাণর চাদিগাঙ ।

বড় রিজাং 'নায়গ্রা' বড় ঘড়ি বিগবেন " চেই
প্যারিসর আইফেল টাওয়ারবুয়ত উদি
যেক্কে " লুব মিউজিয়ামত " মনালিসারে " চাঙ
ত হধা মর ইদোত তুলি মনে মনে মুই হানঙ
'ও মর , মর পরাণর চাদিগাঙ । ০৩০৫

পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে দেখি
খুজে বেড়াই বারমাস ঠিক তোমারি মতো ,সুন্দরী তিলোত্তমা
আমার, আমার প্রাণের প্রিয় চট্টলা ।

একদিন এখানে ছিল : ছিলো তো রাধামন ধনপুদি, নীলকথন নীলপুদি
পুনঃচান -তান্যাবীর মতো প্রেমিক- প্রেমিকা যুগল !
আমার, আমার প্রাণের প্রিয় চট্টলা ।

মনে পড়ে তোমার কথা যখন আমি থাকি নিঃসঙ্গ,
সু উচ্চ গিরি শৃঙ্গে , আর বরফাচ্ছাদিত কুয়াশায় ,মরুভূমিতে
আকাশে বা হলে জলে ,তখন তোমার কথা আমার মনে পড়ে,
আমার, আমার প্রাণের প্রিয় চট্টলা ।

সু উচ্চ হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত কুয়াশায় ,
আলপসের ঝুলন্ত রোপিং কেবলে , আমাজনের নিঃশব্দ অরণ্যে
আর নর্মাদী উপকূলের সাগর পাড়ে যখন আমি ঘুরে বেড়াই
তখন তোমারি কথা আমার মনে পড়ে, আপন মনে আমি কাঁদি
আমার, আমার প্রাণের প্রিয় চট্টলা ।

সুইজারল্যান্ড থেকে সাইপ্রাস আর সেখান থেকে সাইবেরিয়া
যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি ঘুড়ি-ফিড়ি
তখন তোমারি কথা আমার মনে পড়ে, আপন মনে আমি কাঁদি
আমার, আমার প্রাণের প্রিয় চট্টলা ।

আম্রার তাজমহল , চীনের গ্রেট ওয়াল
মিশরের পিরামিড দেখে দেখে যখন আমি ক্লান্ত প্রাণ এক
তখন তোমারি কথা আমার মনে পড়ে, আপন মনে আমি কাঁদি
আমার, আমার প্রাণের প্রিয় চট্টলা ।

বড় জল প্রপাত নায়গ্রা , বড় ঘড়ি বিগবেন আর প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে উঠে “লুব
মিউজিয়ামে মোনালিসার” ছবি দেখি
তখন তোমারি কথা আমার মনে পড়ে, আপন মনে আমি কাঁদি
আমার, আমার প্রাণের প্রিয় চট্টলা ।

৩৯

জিদিবার নাঙ তর বিজয় ¹ রাজা বিজয়গিরী ”

ন পারিলুং এ'ষ ফেলেই , তরতেই !

তরতেই তোরবুয়া জিঙহানি ।

ধারাজ গরঙ তরে মুই ব:নিজেঝত , রাঙা কালা স্ববনত ।

মুই আর খেদুঙ ন চাঙ হিল চাদিগাঙ

যেদুঙ ন চাঙ মুই আর আরাকান

ফিরেই নেযা মরে তুই আওঝর সে চম্পাত ।

সময় নেই গময় নেই, হুদু তর চম্পা !

নাদাঙছাড়া পুও সান যেন্ মুই বাপ-মা হারা ! রাজা তুই বিজয়গিরী ।

ঠিয়েবার নাঙে পা'দা সালেন তর বীর রাধামন

কালাবাঘা ফাড়ি বড় গাঙ ধরি তোগেই ল তুই জুম চাবর চাদিগাঙ ।

হয়োঙ গুজুরে ইধু দেবাপেরাগত ; উত্তরি উধে অজল তাজিন ধং ;

গুনো দেবার ছগদা তাদারত্

আঙি যায় ইধু এইল মোন ।

ছিঝিয়া পেইয়া গুরো ইধু ন কানন

দুধর পুও ইধু দুধ ন মাগন

মা বোনের মরা হিজ্জগত বুক চাবেরেই ইধু 'বুবে' মাদন ।

ইধু দ আর ঘিলে খারা ন খেলন

র'ম গাভুয়া আর গুদু ন বলায় ; কজমা গাভুরিদাগি ইদু পন্তি ন বলান

তারা উডরে লুক দি থান ওঝোলেঙ' কশাত ।

পাদা সালেন তর বীর রাধামন ।

জুম খেইয়া জুম ঝাড় ফুরি ঝাড়বুয়া

নয় দ মুই জারবুঅ

ধারাজ গরঙ তরে মুই ; হন হিয়েজতে্য দিক কাবুলো

পা-দা সালেন তর বীর রাধামন ।

তুমি বিজয়গিরি , রাজা বিজয়গিরি
এখনো তোমাকে আমি ভুলিনি
আমার এ যাযাবর জীবনে ।
আমি তোমাকে স্মরণকরি দীর্ঘশ্বাসে ;
রঙিন এক স্বপ্নে ।

জানো, আমি আর থাকতে চাইন না হিল চটলায়
যেতেও চাই না সেই আরাফানে
কিন্তু আমাকে ফিরাও তুমি আমার সে চম্পায় ।
ঠিকানা বিহীন , গুনসান চারিদিক কোথায় চম্পা ?
দুট ছেলের মতো আমি আজ মা হারা , জানো , তুমি রাজা বিজয়গিরি !

তোমার সুনিপুণ সেনাপতি বীর রাখামন
কালাবাহা কর্ণফুলি হয়ে
তুমি খুঁজে নাও প্রত্যন্ত হিল চটলায় ।
খনি প্রতিধ্বনি , বালক চমকায় উচ্চনিদানে
তখনো বুকে ঝুঁপে পুড়ে আমার সবুজ পাহাড় ।

সন্ধ্যালোকে চেপে ধরা বাচ্চাটা আর কাঁদে না
মায়ের স্তন আর সে খুঁজে না , তার ক্ষুধা নেই
মা বোনের সূতীব্র আর্দ্রনাদে
বোবায় কাঁদে নিজ বক্ষ পিটন করে ।

এখানে আর ঘিলা খেলা হয়না
এখানে যুবকের শক্তি বধির হয়ে গেছে
কিশোরীরা এখানে সযতনে নীরবত রক্ষা করে
ওরা নির্জনতা পছন্দ করে । অসম্ভব নিরবতা !

জুমে ঠিকানা রক্ষা করে বুক চিড়ে
তুমি এসো আমাকে রক্ষা করো
নয়তো আমি জারজ
আমি তো তোমাকে আবাহন করি
অন্ততঃ এক বার পাঠাও , এই এখানে
তোমার সে বীর সেনানী রাখামনকে ।

মদামন্তে বডাবুডি , র'ম বলর লাড়েই যান বালি আহ সুখী
কন্দা দিল আর কন্দা খেল ; ইঃজেব কারর ন খেলিয়া
ছি ভেইয়র মরন বাজন লাড়েই ।

কি চেই কি দেই হা'দ তালি মারন্তে !
ছি ভেইয়র বডাবুডি মু চিবেই চিবেই আহ্বাস্তে !
তাল নেই বুল নেই, তিবুরুক তিবুরুক নাজন্তে ?

তুই এসাচ্ বৈদ্য সাজি পাজারী একান দগানলৈ
লঙি পাঙেই বদি থৈয়, দবা হাদি জঙন্তে !

চুহ্যা জুগর মু বানেই সুচ ভরাদে কুড়োল ভরর
টান্যা সুখ কারিলৈ বেগর মুঝুঙে লাংদা বানর ।
ওচ্ পুড়েল মোচ্ পুড়েল ; ঘর ভিধেবো কাড়ি ললে
জুম লেজার কামেরেঙ গাচ্ছর ; একান বাগল পযোন নু বান্নেলে

মুর ঝাম্মো উগুরেই দিলে, ঘর চালান দিলে ডাঙি
বেড়চাগাউন আঙেই দিই , আদুত কাবি বজ্জলে
তোন পিলাবুয়া উবোতে গরলে দবা কাদি ত ইচ্ছ-থল্ল
চিগোন ডাঙর বেকুনরে উবোচ্ কাবাচ্ রাঘেলে ।

তরে দ মর চা পড়ে; ইচ্ছনু তুই পাজন্তে
ছি ভেইয়র বডাবুডি হাদর তালি মারন্তে ?
একুয়া গরি বিজোর কুড় সিবে কিস্তে ধরন্তে
আঘে বানা আলজুড়োনী বলদ গরু সিবাঅ তুই নেকন্তে

আজু যেইয়্যা বাজারত , বাবা যেইয়্যা দুখ কামত
দাদা যেইয়্যা দারবুয়া খজা সরে দিবার নেই মরদ ; ধোঁ তুই হা'বাস্তে ।

দাঙর দাদা ফিরি এব টেন্যা কানি গুজ দিব
দারবুয়া বনা লামেই থৈয় , সকে তো তে তুলো ধুণো ধুণিবো
ইচ্ছনু তুই নাজেন্তে ।

হয়না তবুও সাজ শীর্ষ লড়াই
যেমন: বালি আর সুখীৰ
কে বা কার জিত্ - বিজিত
হিসেব কেউ করেনা সহোদরে ।

কি দেখে তুমি করতালি মারলে
অথবা তুমি হাসতে ও জানানো
ও! তুমি তো নাচতে ও জানানো ভালো ! বা !

ওঝা হয়ে তুমি পসারী খুলে
তুমি কামাই তো করলে আরো ভাল কামাই
তোমার তো লজ্জা ও করেনা
বসতে পেলে তুমি শুতেও চাও
আর সুযোগ পেলে হাতটাও তো কাজে লাগাও ।

এবার তোমার ইচ্ছে পুরন হয়েছে
ঘরটা কেড়ে নিলে ঝাপটা মেরে
এবার তো আমার উপোসের পালা ।

তোমার এ অহংকার আমার মনে রইলো
তুমি হাসছো নাচছো; শেষ সমলটা ও তুমি কেড়ে নিতে চাইছো ॥ বেচ্!

কিন্তু মনে রেখো
আমার দাদু এখন বাজারে , বাবা জীবন সংগ্রামে আয়ে
দাদা গেছে উনুন ধরাতে ওরা এলেই আমি উসূল করবো
শুধু ওরা কিরলেই হয় ।
তোমাকে আমি নাকানি চুবানি না খাইয়েই
আমি আর ছাড়ছি না । পাজি কোথাকার !

ভাবানুবাদ = ভবন্ত বিকাশ চাকমা

গেলো রেদোর স্ববনত্

গোজেনে মরে পুঝোর গরের

‘কবি তুই কি জা’ন হধা লেঘচ্ ?

“ অয় গোজেন, মুই জাদ হধা লেঘঙ

যে জাদর নাঙ জুম্মো জাদি

যারা আঘন তে’র ভেই

ঝাড় কাবিনেয়, জুম খেই ” ।

গেলো রেদোর স্ববনত্

গোজেনে মরে পুঝোর গরের

কবি তুই কি দেব’ হধা লেঘচ্ ?

“ অয় গোজেন, মুই দেব’ হধা লেঘঙ

যে দেব’র নাঙ জুম্মল্যাঙ

যেই দেশ্যান মুই স্ববনে দেঘঙ

পখমে বানঙ ” ।

গেলো রেদোর স্ববনত্

গোজেনে মরে পুঝোর গরের

কবি, তুই কি বিজোল’র হধা লেঘচ্ ?

“ অয় গোজেন, মুই বিজো’গর হধা লেঘঙ

চম্পকনগর’র হধা, বিজয়গিরি’র হধা

যা হধা মুই ভাবঙ মনে মনে ” ।

গেলো রেদোর স্ববনত্

গোজেনে মরে পুঝোর গরের

কবি তুই কি রাজার হধা লেঘচ্ ?

“ অয় গোজেন, মুই রাজার হধা ও লেঘঙ

সাধেংগিরি’র রাজার হধা

যে রাজায় জেদাবাদে স্বর্গত যেইয়ে

গোয়ে রেন্দোর স্ববনত্

.....মিথে পরাবী

গোজেনে মরে পুঝোর গরের

কবি তুই কি সাধুর হধা লেঘচ্ ?

“অয় গোজেন , মুই সাধুর হধাও লেঘচ্

সাধনানন্ড বল ভান্তে হধা

বে ঝানেইঅরে অলি ডাগি দে ।

গোয়ে রেন্দোর স্ববনত্

গোজেনে মরে পুঝোর গরের

কবি তুই কি কবির হধা লেঘচ্ ?

“অয়, মুই কবির হধা লেঘচ্

মুই কবি শিবচরণর হধা লেঘচ্

“ ভাববী ঝানমস যে লেখকতুই ভল্য অলে মস ” ।

গোয়ে রেন্দোর স্ববনত্

গোজেনে মরে পুঝোর গরের

কবি তুই কি ত হধা লেঘচ্ ?

“অয় গোজেন , মুই ম হধা লেঘচ্

নাদহাড়া জিংহানির সেখকিয়ে মানুযোর হধা । ❦❦❦

গত রাতের স্বপ্নে
 বিধাতা আমাকে প্রশ্ন করে
 ‘কবি তুমি কি জাতির কথা লেখো !
 আমি সবিনয়ে বলি ,“ হ্যাঁ আমি জাতির কথা লিখি
 যেই জাতির নাম জুম্ম জাতি
 যারা আছে তেরো ভাই
 জঙ্গল কেটে বেঁচে থাকে ” ।

গত রাতের স্বপ্নে
 বিধাতা আমাকে প্রশ্ন করে
 “কবি , তুমি কি দেশের কথা লেখো !
 আমি সবিনয়ে বলি ,“ হ্যাঁ আমি দেশের কথা লিখি
 যে দেশের নাম জুম্ম ল্যান্ড
 যে দেশ আমি স্বপ্নে দেখি, বাস্তবে গড়ি ” ।

গত রাতের স্বপ্নে
 বিধাতা আমাকে প্রশ্ন করে
 “কবি , তুমি কি ইতিহাসের কথা লেখো !
 আমি সবিনয়ে বলি ,“ হ্যাঁ আমি ইতিহাসের কথা লিখি
 চম্পকনগরের বিজয়গিরির কথা
 যার কথা আমি ভাবি আপন মনে ” ।

গত রাতের স্বপ্নে
 বিধাতা আমাকে প্রশ্ন করে
 “কবি , তুমি কি রাজার কথা লেখো !
 আমি সবিনয়ে বলি ,“ হ্যাঁ আমি রাজার কথা লিখি
 রাজা সাধেংগিরির কথা
 যিনি জীবিত অবস্থায় স্বর্গারোহণ করেছেন ” ।

গত রাতের স্বপ্নে

বিধাতা আমাকে প্রশ্ন করে

“ কবি , তুমি কি কবির কথা লেখো ?

হাঁ আমি কবির কথা লিখি

আমি লিখি আদি কবি শিবচরণের কথা

“চান্দনী বারমাস ” যে লেখা আমি খুঁজি আপন মনে ।

গত রাতের স্বপ্নে

বিধাতা আমাকে প্রশ্ন করে

“ কবি , তুমি কি নিজের কথা লেখো ?

হাঁ আমি নিজের কথাও লিখি

একটি ছন্দ ছাড়া জীবনের ব্যর্থ মানুষের কথা ।



দোল দোল স্ববন, দোল দোল কাম
দোল দোল কথা, দোল দোল রঙ, গাভুয়া অকৃত ।

নেই আর ম অকৃত ঠিয়েই থেবার
নেই আর ম অকৃত খাবা দিবার
এলুঙ দ মুই সেকে গাভুয্যে ।

বোই থেলে পাজা গুলয় ঠিয়েই থেলে কাঙেল
পরি থেলে পিঠ গুলয় ; ধরি থেলে আঙুল
মরি দ ন পায়্যে ,
এলুঙ দ মুই সেকে গাভুয্যে ।

পহুন পানিক ম হাফাবো তোগেই পাঙ
মুলো ওঙনো চামানি; অগই অইম্মা গালানি
হাকন ন থায় রদর বল ,
এলুঙ দ মুই সেকে গাভুয্যে ।

বল' অকৃত গাভুয্যে অকৃত ; বদাবুদিত ভারি শকৃত
বুক ফুলেই লাড়েই চেদুঙ
আড় থেলে ম্যেরেই নিদুঙ ,
এলুঙ দ মুই সেকে গাভুয্যে ।

রম' অকৃত গাভুয্যে অকৃত; দ্যাবুয়া বনাত অরি শকৃত
মারিদুঙ লানি ঠাই ভিলে
থরিতুঙ নিঙচ চিলিরে শমুক
এলুঙ দ মুই সেকে গাভুয্যে ।

পিজেলি লম্ব টেজেই যেদুঙ
লুয় গরমত কাম গরিদুঙ
এলুঙ দ মুই সেকে গাভুয্যে ।

গাভুয্যে অকৃত যার কথা ক'না তার
গাভুয্যে অকৃত যার জধা হ'না তার
গাভুয্যে অকৃত যার কোচপানা তার
গাভুয্যে অকৃত যার লাড়েই চানা তার । ০৩০০

শুভ সুখ' স্বপ্ন, শুভ কাজ, সু বচন, সু রঙ, যৌবন কালে
নেই আমার আর দাঁড়াবার, নেই আর দৌড়াবার
বয়স তো হয়েছে ; ছিলাম তো আমি যৌবন কালে ।

বসে থাকলে পাজাটা সূলে ধরে
দাঁড়িয়ে থাকলে বসতে চায়
শুয়ে থাকলে পিঠে ধর
আঙুল ও যন্ত্রনা করে
মৃত্যু তো আর সহজ নয় ; ছিলাম তো আমি যৌবন কালে ।

স্বচ্ছ জলে আমি ঝুঁজি নিজের ছায়া
ঝুঁজে পাই আমি আমার বয়েস
আমার শক্তি-বল ফুরিয়ে গেছে
আমি যে আজ দুর্বল ; ছিলাম তো আমি যৌবন কালে ।

বীর্ষের কাল যৌবন কাল পালোয়ানী মন বুক ফুলে চলে, যুদ্ধং দেহী
বঁধা থাকলেও এগিয়ে যেতাম
ছিলো তখন রক্ত গরম ; ছিলাম তো আমি যৌবন কালে ।

শুকনো কাঠ টানাতে যেমন পোক্ত
উইয়ের ভিটেয় লাঠি পারাতে ও তেমনি বলিয়ান
করতাম আমি নিরস্তর বালুকা রঙিন শামুক
আমি সে রকম ছিলাম ; ছিলাম তো আমি যৌবন কালে ।

পিছিয়ে নয়, আমি এগিয়ে যেতাম
গতি নিয়ে কাজ করতাম ছিলাম তো আমি যৌবন কালে ।

যৌবন যার, অন্যায় প্রতিবাদ করার সময় তার
যৌবন যার, একতা হওয়ার সময় তার
যৌবন যার, ভালবাসা নেওয়া- দেওয়ার সময় তার
যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার সময় তার ।

বিজ্ঞোণর আগ পাদা ধরি
এ'ব সঙ ত জিঙহানি বিদি গেল বানা দুখে দুখে
চিন্দে ন গরিচ্ !
এষেসে ইকুয়া সুঘর দিন তুই বাচেই খেইচ্ ।

“জদনর” পরাণ ছুরোণী হাঝিবুয়া যুদি লুগেই যায় ত মুওস্তন
মনান কালা ন গরিচ্ !
এষেসে ইকুয়া সুঘর দিন বাচেই খেইচ্ ।

পুগ' বেল' হুদকান যুদি হাজি যায় ত চোষোস্তন
আঝা ন হারেব্ !
পজিম রাঙা বেলর পহরান তুই বাচেই খেইচ্ ।

পুনঙ চানর পোতগত্যা পহড়ান যুদি মিলেই যায় ত চোষোস্তন
চিন্দে ন গরিচ্ !
ওকতারার লাঝুনি ছাবাবুয়া তুই চেই খেইচ্ ।

রেদোর জুনি পুঙ্কন যুদি ফেলেই যান তরে
মন কালা মনে ন গরিচ্ !
আগাজর তারান্টন তুই গনি গনি খেইচ্ ।

পৈত্যার শির'পানি যদি লুগেই যায় ঘাজস্তন
চিন্দে ন গরিচ্
পস্তাপস্তির পস্তাপস্তি চেই খেইচ্ ।

রানজুনির সাত রঙ যুদি মিলেই যায় ত চোষোস্তন
মন কালা ন গরিচ্ !
ফুট্টা সদরগর দোল রঙানি
তুই ভুগ গরিচ্ । ৩৩৫

ইতিহাসের প্রথম পাতা থেকে
আজ অবধি দুঃখে ভরা তোমারি জীবন ।
চিন্তা করোনা !
আগামী একটি সুখের দিনের জন্য অপেক্ষা করো ।

মিলনের প্রাণ খোলা হাসি যদি হারিয়ে যায় তোমারি মুখে
মন কালো করোনা !
আগামী একটি সুখের দিনের জন্য অপেক্ষা করো ।

পূর্বের রাজা সূর্যালোক যদি হারিয়ে যায় তোমারি দৃষ্টি থেকে
যবনিকা নয় !
ভুবন্ত বেলার রাস্তালোক তুমি অপেক্ষা করো ।

পূর্ণ চন্দ্রিমার জ্যোৎস্নালো যদি মিলিয়ে যায় তোমার চোখ থেকে
চিন্তা করোনা ,
লজ্জাবতী শুকতারার ছায়া তুমি চেয়ে দেখো ।

রাত্রির জোনাকিরা যদি তোমায় ফেলে যায়
চিন্তা করোনা ,
আকাশের তারার নিঃশব্দ সঙ্গিত তুমি শুনবে ।

ভোরের শিশির বিন্দু যদি শুকিয়ে যায় ঘাস থেকে
চিন্তা করোনা ,
প্রজাপতির লুকোচুরি তুমি চেয়ে দেখো ।

রাম ধনুর সাত রঙ যদি মিলিয়ে যায় তোমার দৃষ্টি থেকে
বিবাদ প্রতিমা নয় !
ফুটন্ত শতরঙের সৌন্দর্য তুমি উপভোগ করো ।



ও দাঙগুয় কাবিদ্যাও; ডাগঙর তরে

কিজিঙ' সেরেতুন

শুনর কি ন শুনর ম হুজুলি র বো

অজল মুরোতুন ?

দাদা ডাগিরে ডাক

যেবঙ দারবুয়া হজা ,

বেবেই দাগিরে ডাক

যেবঙ তোনতগা ।

মোন মুড়ো ফারিবঙ

ছগগলা ভুই চিড়িবঙ ।

গাজ় তারুমত লুঙিনে

বুগি লবঙ দারবুয়ানি

পুরোণ রান্যা ঘুরিফিরি

তোগেই লবঙ তোন-পান্তানি ।

লেলন পাদা ছিনিবঙ

ভাদ' পন্তান বাচ্চুরি ।

শিল চাদারা উল্লেবঙ

মাছহাঙারা ধরিবঙ

বারিজ্যা পযোগি

তোগেই লবঙ বেচ গরি ।

দেবায় গোজ্যো কালা , ঝড় ফেলেব '

ঝড় ফেলেলে পন্তান বিজোল অব

চিগোন ছড়ান ডাঙর অব ।

পদত কাদা ফুদিবাক

লাঙেলোত জুগে ধরিবাক

উচ্কার দাঙ্ কবিদ্যাও ।

ডাক বেঙ্কুনরে ডাক

বানত বান্ , টানত টান্

মিলিঝুলি যেদঙ চেই ।

ও দাঙগুয় কাবিদ্যাঙ

হুদু গেলে তুই ? হুদু তুই লুক দাচ্
আয় বান দেগি , ডরমর থক দেগি
কমরত বান্যে টেনোয়ান ডরমর গুজু দেগি ।

ও দাঙগুয় কাবিদ্যাঙ হুদু গেলে তুই

আয় জাদি-মাদি আয়
মায্যে ধানুন উজ্জত্ দেগি
হুস্তে মুলেনী উস্তত দেগি
বারিজ্যা পয্যোদি ।

অক্ক নয় পদ্যাপদি

অক্ক নয় চলাচলি

জুমোত ধান খাদন ওগরে
মাম্মারাউন খাদন বান্দরে
বাদি হানাত ল , ল বাদল হাদত
ধান চিন্দিরে বাজ গর' । ৫৩৩৩

ও কারিগর দাদা, ডাকছি আমি তোমায়
পাহাড়ের খাপ থেকে
শুনতে পাও কিনা, আমার মিনতি ভরা ডাক
পাহাড়ের হুড়া থেকে ।

ভায়েদের ডাকো, চলো আমরা রান্নার লাকড়ি আনতে যাই
বোনেদের ডাকো, চলো আমরা ঝাণ্ডার তরকারি খুঁজতে
চড়াই উৎরাই পার হবো, বন- পাদাড় ছুটবো ।

লাকড়ী গুলি আনবো, গহীন বন থেকে
তরকারী গুলো কুড়াবো পুরোনো জুম থেকে ।
লেলম পাতা কুড়াবো, জঙলি কচু আর বাচ্চুরি
নুড়ি পাথর উলঠিয়ে মাছ-কাকড়া ধরবো
বর্ষা নেমেছে তাই; একটু বেশি করে নেবো ।

সেখলা আকাশ, বৃষ্টি হবে এখনি
জুষ্টি নামলে গধে পিচ্ছিল হবে ভাখনি
চুহুষ্টি নালা বড় হবে, কাটা বিখবে পারে
ভাখনি বেড়ালে জোকে ধরবে মাঠে
সাবধান কারিগর দাদা ।

ডাকো সবাইকে ডাকো, এ ঘরে উ-ঘরে,
হাতে হাত মিলে মিশে যেতে চাই ।
ও কারিগর দাদা ? কোথায় তুমি গেলে ?
তাড়াতাড়ি এসো তোলা ধান সিক্ত করো
কাটা মুলো মেলে ধরো বর্ষা যে এল ।

ও কারিগর দাদা, কোথায় তুমি গেলে,
কোথায় তুমি লুকোলে ? এসো হালে বৈঠা ধরো
অরো শক্ত করে ধরো কোষেরে অড়ানো
নেতি ধুতি শক্ত করে বাঁধো ।

সময় নয় লুকোলুকি, সময় নয় ইয়াকি
জুমের ফসল খায় বন গুমোরের দল
বাসি শশা খায় বান্দরের দল
এসো, সরকী লাও, বন্দুক লাও
তোমার ফসল তুমি রক্ষা করো ।

ডাকো সবাইকে ডাকো
তেরো ভাইয়ের লাকড়ী
জ্বালাতে তো হবে সারাটা বছর
লাকড়ী না হলে যে উনুন জ্বলবেনা
তরকারী না হলে যে খাওয়া চলবে না
ও কারিগর দাদা ।



টিকা : কিজিঙ - টিলার পাশে উহু জমি
লাঙেল - টিলার মধ্যে দিয়ে হাতাঘাতের সর রাস্তা ।
তারুম - গাছ বন ।
তান্যা - নেংটি খুড়ির অংশ বিশেষ ।

চিগোন জাদর ব: নিজেহ্
ফেলাঙ মুই ম মুয়োদি
ন মানের এই উয়ো মনান
আকার দেগঙ চোঘেদি ।

কি পেলুঙ কি দিলুং
ভোলেই ন ন চেলুঙ .
মুই যুদি চাঙ
ই:জেব গরি কুল ন পাঙ ।

লেঘা আগে ত কথা
ভর্ষে বিজোগর পাদা
পেদুঙ চাঙ হিল চামিগাঙ
হারেইয়ো জিহানিত ।

এইলু কাড় এইলু জিহানি
পেদুঙ চাঙ
ম 'হধা মুই হোখুঙ চাঙ , ম' অরগত
মাদেদুঙ চাঙ আগরভারা, আরেককুদুঙ
হারেইয়ো জিহানিত ।

গোবোন লামা হারেলুঙ
শিবচরণর দেঘা ন পেলুঙ
ওঝা বৈদ্য পিঠ দেদন
নিজর কথা ন কখন ।

তগাঙ বিয়েত্রা -আ থানমানা
উভো গীদর গেঙখুলি
হারেইয়ো জিহানিত ।

কাবিদ্যাঙে ন জানে কাম
হাক্য্যঙ ফুলেঙ ন বুনে
ন জানে তে বেত ফেরি
কয় তে পর' কথা
রজ মাস্তলত ।

গেঙকুল্যে তে গীত ন গায়
ধুধুক শিঙে ন বাজায়
ন যায় তে ঘিলে পারা
ন গায় তে চাদিগাঙ ছারা পালা ।
পেদ' চায় ধনপুথিরে
ন সাজি তে রাধামন ।

মা-বোনুন হাজি যাদন
পিনোন খাদি ন পিনদন
দোল ছাবুগী ন বুনদন
ন চিনোন তারা বিগুন বিজি ফুল
আ সাব' হাঙেল
হারেইয়ে জিংহানিত ।

“ আড়ন্দি রাজার দেবান্ন
হাজি যায় সুখ বেগান্ন ”
পর' কথা পর চর্যা গরি
তগাঙ মুই সুঘর সুখ
হারেইয়ে জিংহানিত ।



ক্ষুদ্র জাতির দীর্ঘশ্বাস
বের হয়ে যায় আমার মুখে
বাঁধ ভাঙা হৃদয় মানেনা আমার
আঁধার দেখি আমি দূরত্বেরে ।

কি পেলাম আর কি দিলাম !
পরিমাপ করে তো করিনি
যদি আমি তা চাই;
হিসাবে কিনারা না পাই ।

লেখাতো রয়েছে তোমারি কথা
ভরেছে শুধু ইতিহাসের পাতা
পেতে চাই হিল চটলা হারানো জীবনে !

সবুজ বনানীতে , সবুজে ভরা জীবন পেতে চাই
মাতৃ ভাষা বলতে চাই ; পড়তে চাই নিজস্ব হরফে
জানতে চাই আগরতারা , আরেক ফুদুঙ গ্রন্থগুলি
হারানো জীবনে !

গোয়েন লামা কাব্য গ্রন্থ হারালাম
শিবচরণের দেখা পেলাম না
ওঝা বৈদ্য বিলুপ্ত হয়েছে
নিজের পেশা হারিয়ে ফেলেছে ।

খুঁজি বিয়েত্রা আর খানমানা
পালা গীতির গেলকুলি , আমার হারানো জীবনে !

কারিগরে জানেনা কাজ
কালোঙ-ফুফুঙ বানাতে জানেনা
জানেনা বেতের কাজ
অপরের ভাষায় কথা বলে
যখন থাকে সে রঙিন নেশায় ।

গেঙকুলিরা নিজের গান জানানো
দুধুক শিঙা রাজানো হয়না
যায়না সে ঘিলে পাড়তে
গায়না সে চাদিগাঙ ছারা পালা ।

রাধামন না সেজে সুন্দরী রমণীর
মন জয় করতে চায় ।
মা বোনেরা হারিয়ে যাচ্ছে
নিজের বোনা পিনোন খাদি আর পরেনা
সুন্দর ছাবুগি আর বুনেনা
চিনেনা তারা বেঙনি ফুল আর ফুল বাকা সাপ
হারানো জীবনে ।

পরাজিত রাজার দেশ থেকে
সুখ চলে যায় সবার ,
পরের ভাষায় কৃষ্টি রচনা করে
আমি খুঁজি সুখের সুখ !

টিকা: বিজক = চাকমা ভাষায় ইতিহাস ।

আগরতারা= দৈন্য ওয়াদি আরেকফুদুঙ (চাকমার আদি গ্রহ)

গোথেন লামা = আদি কবি শিবচরণ বিরচিত প্রার্থনা মূলক কাব্য গ্রন্থ)

বিয়েত্রা = চাকমাদের বিবাহের দেবী ।

থানমানা = গঙ্গা দেব কে পূজা করা ।

হায়েঙ পুয়েঙ = চাকমাদের ব্যবহৃত এক ধরনের ঝাঁকা বিশেষ ।

গেঙকুলি= পালা গীতির শিল্পি

চাদিগাঙ ছারা পালা = পালা গীতির একটি পালা

রাধামন ধনপুদি = রাজা বিজয় গিরির সেনাপতি ও চাকমাদের একজন রোমান্টিক প্রেমিক
প্রেমিকা যুগল ।

বিস্তন বিজি- ও সাব' হায়েঙ - চাকমা রমণীরা তাঁদের নিজস্ব বুনে আঁকেন ।

দুধুক, শিঙা - চাকমাদের এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ

আলেইয়্যা বেলর চিত ন বিজ্যে দিক কাবুলো পরাণ
তোগেই বেড়ায় , দগিন দুয়ারি ফেলেই এস্যা মোনো ঘরান ।
“ডরগুয় পুগে” বা বানে ঝাড়বুয়া পুঅ সাজি মন’ হবগত ;
উচ্কার দে , তুই ন এইস , তুই ন এইস ।

সাঁঝ লামি এলে শিয়েলুনে রেঙোর চাক্ দান
য্যান শ্বোয়াদ্যে তোনোর বাড়া ভাত মুঝুঙে পেয়ন ।
ঝাঁত ঝাঁত জারকাদা উদি রিবেঙ গিরগিরায়
ইলুক্যা জুম্মো পরানত ; উচ্কার দে , তুই ন এইস , তুই ন এইস ।

আদামর হগুনুনে আঁম্মেই আঁম্মেই রোঙ হারন
জানেই দ্যান তারা চিঁদে সালান মুঝুঙে আগে
ডরগুয় পুগে লড়িচড়ি কয় তে; উচ্কার দে , তুই ন এইস , তুই ন এইস

গোর হনিবুঅ রেত সন্ডাগত কুড়কুড়য় ,
যোন মানেইয়র হাড়হড়া লোয় রেদোর কিস্তন গে’ব
অ ’ ভালোদি র লোয় ফেবুয়ায় ডগরি উদে ;
আদামর যমরাজারে ডাগে ; উচ্কার দে , তুই ন এইস , তুই ন এইস ।

ঝাড়বুয়া হরিঙে ব্‌ক পড়ি ডুগুরি উদে পরাণ হারেবার ড্রে
বদা পাম্বুয়া কড়িবুয়াই বদা পারি উ -মা-ধু- উ হ-দা গরে ;
উচ্কার দে , তুই ন এইস , তুই ন এইস ।

ওগোলগে হলহলায় রেদো সন্ডাগত মরিচ বাদে
সীমি গাজত তুলি ভিরেজে কানি কানি আহ্‌ভিলেচ্‌ গরে ;
কয় তে , আদাম ছাড়া অব; আদাম ছাড়া অব ;
উচ্কার দে , তুই ন এইস , তুই ন এইস ।

চলাচলি পল্লাপল্লি রম’ ভেইলগর লাড়েই
চের মুখ্যে হাপ দি আগন মানেইয়্যা পহ্ল্যান ;
ইলুক্যা জুম্মো পরান আর তেয়্য কয় ,
উচ্কার দে , তুই ন এইস , তুই ন এইস ।



পড়ন্ত বিকেলে হ-য-ব-র-ল উতলা মনটা
 ঝঞ্জে বেড়ায় ফেলে আসা দক্ষিণ খোলা জুমের ঘরটি ,
 কিন্তু, হৃদয় গভীরে জারজ সজ্জান হয়ে বাসা বাঁধে চরম ভীতি,
 আমাকে সতর্ক করে, তুমি আসবে না , তুমি আসবে না ।

সন্ধ্যা নামার পর শিয়ালের দল হাঁক ছাড়ে
 যেমন বাড়ী পাতে আমিষ তরকারী জুটেছে
 শক্তিত মন চমকিত হয়ে অল্পপ্রভাস দুলোয়
 স্বল্প আমার জুমের প্রাণ ; আমাকে সতর্ক করে,
 তুমি আসবে না , তুমি আসবে না ।

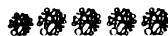
পাড়ার কুকুরের দল হাউ মাউ করে লম্বা ডাক ছাড়ে
 জানিয়ে দেয় শ্মশান ঘাটটা সামনেই রয়েছে
 ভীতি মনটা নড়ে চড়ে উঠে হাঁসিয়ার হয়ে উঠে ; আমাকে সতর্ক করে,
 তুমি আসবে না , তুমি আসবে না ।

অর্ধেক রাত্রে জঙলি বেড়াল কুড়কুড়িয়ে ডাকে ;
 যেমন নর কঙ্কাল নিয়ে সে রাত্রে কীর্তন গায়
 অ-শুভ বার্তা নিয়ে খেঁক শিয়ালটা ডাক ছাড়ে
 যেন পাড়ায় যমরাজাকে আহবান করে ; আমাকে সতর্ক করে,
 তুমি আসবে না , তুমি আসবে না ।

বনের হরিণটা হ-য-ব-র-ল হয়ে ডাক দিয়ে যায় প্রাণ হারাবার ভয়ে
 বন মুরগীটা ডিম দিয়ে চটপটিয়ে ডাকে , আর বন মুরগীটা সতর্ক করে,
 তুমি আসবে না , তুমি আসবে না ।

গুগলোক পাখী কুলকুলিয়ে রাত্রে অর্ধেক ডাকে
 তুলা গাছে ফিঙ্গে পাখী কেঁদে কেঁদে অনুশোচনা করে
 বলে বেড়ায় পাড়া শূণ্য হবে পাড়া শূণ্য হবে ! আর আমাকে সতর্ক করে,
 তুমি আসবে না , তুমি আসবে না ।

ইয়ার্কি করা ভাইসকল পালিয়ে পালিয়ে যুদ্ধ করে
 চারিদিকে অপেক্ষামান মানব শিকারী , আমাকে সতর্ক করে,
 তুমি আসবে না , তুমি আসবে না ।



ভাদ' মাস্যা পাগানা রোদোত

চিক চিক গরি সারাল্যা চিলে

ডগরি উদিলে ইয়ং ইয়ং গরি সেরে পুগে ডগরলে

রুদোত খেইয়্যা চিগোন পরাণ খেই যায় , দুর -ভালুদুর ।

পুরোণ কথা ইধোত তুলি তগাঙ তরে মুই

কুধু গেলে তুই, ম পরাণর ধনপুদি !

বৈঝেখ্যে ঝড়া ঝড়বো রেদোত

বড় বৈয়ারে চাল' হবক ঝেড় ঝেড়লে , দেবায় শিল ফেললে ;

রুদোত খেইয়্যা চিগোন পরাণ খেই যায় , দুর -ভালুদুর ।

পুরোণ কথা ইধোত তুলি তগাঙ তরে মুই

কুধু গেলে তুই, ম পরাণর ধনপুদি !

বারিজ্যা রেদোত ডুইয়া পধত

ডু'দ আশুন জ্বিলে. ঝিমিত ঝিমিত জ্বনি জ্বিলে

হরক হরক হুদু বিজি বেঙে ডগরলে

রুদোত খেইয়্যা চিগোন পরাণ খেই যায় , দুর -ভালুদুর ।

পুরোণ কথা ইধোত তুলি তগাঙ তরে মুই

কুধু গেলে তুই, ম পরাণর ধনপুদি !

আয়ারর ঝড়' রেদোত দেবাই গরলে পেরাক

ঝিমিতি ঝিমিতি দেবায় ঝিমিলেলে

খেগেই খেগেই ঘিলে বেঙে ডগরলে

রুদোত খেইয়্যা চিগোন পরাণ খেই যায় , দুর -ভালুদুর ।

পুরোণ কথা ইধোত তুলি তগাঙ তরে মুই

কুধু গেলে তুই, ম পরাণর ধনপুদি !

ফাগোন মাস্যা মোনো তুগুনোত জুম্মো আশুন পুড়িলে

জুম আশুন ছেই ফুধোয়ুন উড়িলে

রুদোত খেইয়্যা চিগোন পরাণ খেই যায় , দুর -ভালুদুর ।

পুরোণ কথা ইধোত তুলি তগাঙ তরে মুই

কুধু গেলে তুই, ম পরাণর ধনপুদি !

ভাদ্র মাসের পাকা রৌদ্রে

চিক্ চিক্ করে শিকারী চিলে ডাকলে

কান ফাটা জুজলি ঝিঝি পোকারা ডাকলে

অভাবী ছোট্ট প্রাণ আমার চলে যায় দূরে, বহুদূরে

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে তোমাকে আমি খুঁজি ;

কোথায় তুমি , আমার প্রেয়সী ধনপুদি !

কাল বৈশাখীর ঝড়ো হাওয়ায় চালের খাপ গুলি হেলেদুলে উঠলে

অথবা, মেঘের বিকট শব্দ শিলা বৃষ্টি হলে

অভাবী ছোট্ট প্রাণ আমার চলে যায় দূরে-বহুদূরে

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে তোমাকে আমি খুঁজি ;

কোথায় তুমি , আমার প্রেয়সী ধনপুদি !

বর্ষার রাতে মেঠো পথে আলেয়ার আলো জ্বললে ,

জ্বলন্ত নিবস্ত্র জোনাকীরা জ্বললে

দু পাশের জলাশয়ে ছোট্ট ব্যাঙেরা ডাক দিলে-

অভাবী ছোট্ট প্রাণ আমার চলে যায় দূরে- বহুদূরে

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে তোমাকে আমি খুঁজি ;

কোথায় তুমি , আমার প্রেয়সী ধনপুদি !

আষাঢ় মাসে ঝড়ো রাতে মেঘ গুরু গুরু ডাক দিলে ,

তৎসহ বিদ্যুৎ চমকালে ,

কুনো ব্যাঙের পালা বদলের ডাকে

অভাবী ছোট্ট প্রাণ আমার চলে যায় দূরে- বহুদূরে

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে তোমাকে আমি খুঁজি ;

কোথায় তুমি , আমার প্রেয়সী ধনপুদি !

চৈত্রে যথাসময়ে পাহাড়ের জুমে আগুন ধরালে

জুনের আগুনের ছাইয়ের বিন্দুগুলো যদি যায় উড়ে

অভাবী ছোট্ট প্রাণ আমার চলে যায় দূরে- বহুদূরে

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে তোমাকে আমি খুঁজি ;

কোথায় তুমি , আমার প্রেয়সী ধনপুদি !



বাজি খেবে তুই ;

বিজোগর আগ পাদাত

জুম্ম জাদর পরাণ গভীরত

পৈত্যা বেলর রাজা ছদগত ।

বাজি খেবে তুই ;

রাজা চোখোর সুয়োলী মুয়োত

লাড়েয়র জিংহানির আগমনি জাগত

হোয়াং গুজুরেয়ে বড় হিজেরগর ।

বাজি খেবে তুই ;

জুম্ম গাভুরি হুদুগি মনত

দুলু বাশর পাগানা দুলুক আই

অজাত্যা ফেরদৌসর আম্মুরেয়ো দাড়িত ।

বাজি খেবে তুই ;

হাম্মুয়া মিলের হাম দর'

রম' বলর আঙ্কার স্ববনত

মদামটে বাঙলি হামত ।

বাজি খেবে তুই ;

শেককিয়ে মনর ব নিঃঝোজত

হিদি গাভুরির সাজদিয়া মুয়ানত

আদামর কার্বাজ্যার পাগানা চুলানত ।

বাজি খেবে তুই ;

চুম্বা জুগর নুন'হলইয়ত

ফাল মার্বে বেঙর উম উম ছেইয়ত

বিষ বলা সাবর আনতাল লুদিত ।

বাজি খেবে তুই ;

কালা চুক চুক বৈঝেখোর ঝড় বৈয়েরত

বাজি থেবে তুই ;

সূচ মরিজর কাতকাত্যা ঝালত
জুম খেইয়া গগরর অফিসি হাবুগত
চট্টা পাদার ঝাঙঝাঙে পরানিত ।

বাজি থেবে তুই

ল্যালা ঘোনার আন্ধার পখানত
জুনি পুগর ঝিমিত ঝিমিত চেরাগত ।

বাজি থেবে তুই

পুন্নিমার জুনো পহড়ত
জুম্ম জাদির ছড়ান পেবার স্ববনত
তুই কল্পনা , জাদর কল্পনা , তুই আমার বেগর কল্পনা ।



কল্পনা

বেঁচে রবে তুমি ,

ইতিহাসের প্রথম পাতায়
জুম্ম জাতির হৃদয় গভীরে
প্রভাতী সূর্যের লাল আভাতে ।

বেঁচে রবে তুমি ,

রক্ত চক্ষুর প্রতিবাদী ভাষায়
সংগ্রামী জীবনের অগ্রণী ভূমিকায়
উপত্যকা ভেদী উচ্চ আর্তনাদে ।

বেঁচে রবে তুমি , জুম্ম যুবতীর চতুর মনে
দুলু বাঁশের তীব্র শানিত শান হয়ে
বিজাতি ফেরদৌসীর লম্বা দাড়ি সাফ করার জন্য ।

বেঁচে রবে তুমি , কর্মি মেয়ের পিনোনের শক্ত বাঁধনে
তেজীমান শক্তির অঙ্ককার স্বপ্নে
উজ্জীবিত শ্রোত শ্রমে ।

বেঁচে রবে তুমি , পোড় খাওয়া মনের গভীর নিঃশ্বাসে
উদ্ভিন্ন যুবতীর সঁজে থাকা মুখে
পাড়ার মুরবির পাকা চুলে ।

বেঁচে রবে তুমি , রক্ত চোষা বোঁকের এক কণা লবনে
লাফানো বেঙের উষ্ণ ছাইয়ে
বিষাক্ত সাপের হেঙালের শিকড়ে ।

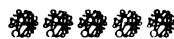
বেঁচে রবে তুমি , কাল বৈশাখীর ঝড়ো হাওয়াতে
আবাগী মেঘের তীব্র স্বর্ষবে
তকসো আবহাওয়ার ঝল ঝলকে ।

বেঁচে রবে তুমি , পাহাড়ী মরিতের তীব্র বালে
জুম্ম খাওয়া গুণের রোহি হীন কানুক কাঁদে
ছুতরা পাতার বিকৃত চুলকানিতে ।

বেঁচে রবে তুমি , জ্যালা যোনার অঙ্ককার পথে
জোনাকীর নিবু নিবু আলো হয়ে ।

বেঁচে রবে তুমি , পূর্বির জ্যোৎস্না রাতে
জুম্ম জাতির মুক্তি পাওয়ার স্বপ্নে ।

তুমি কল্পনা , জাতির কল্পনা , তুমি সকলের কল্পনা ।



চে'লে ন দেঘঙ , ভোগেলে ন পাঙ
 তুও দ পেদুঙ চাঙ সুঘ' স্ববনত ;
 মিখে মিখে বৈয়েরে যদি পুঝোর লদগি আওঝর পথমত
 'আ- কবি তরে হোচপাঙ'
 মুই তারে ফিরেই ন দিদুঙ
 ছুরেদুঙ কুজি কেইয়া তা নরম করানত ।

ক'ন স্বর্গর অপসরা এইন্যা যদি কোজলি গরতগি
 কবি , তরে মুই হোচপাঙ
 মুই তারে ফিরেই ন' দিদুং
 হাজিই যেদুঙ তা দেবঙশী প্রেমত ।

মর্ন্তর দোল গাভুরী এইন্যা যদি কোজলি গরতগি
 'কবি , তরে মুই হোচপাঙ ;
 মুই তারে ফিরেই ন দিদুঙ
 টানি লুদুঙ তারে মুই মর নরম বুপোঙ ।

আপাঝর তকতারা এইন্যা মুখি কোজলি গরি কখনি
 'কবি , তরে মুই হোচপাঙ'
 মুই তারে ফিরেই ন' দিদুঙ
 চেনুঙ ভাবে মুই তার লাজনি হাকিবুঅ ।

পুন্নিয়া পুনঙচসে এইন্যা মুখি কোজলি গরি কখনি
 'কবি , তরে মুই হোচপাঙ'
 মুই তারে ফিরেই ন দিদুঙ
 চেনুঙ মুই তার পতপত্যা হাবাবুঅ ।

ভাকুম ঝাড়র মাকশা ফুট এইন্যা যদি কোজলি গরি কখনি
 'কবি , তরে মুই হোচপাঙ'
 মুই তারে ফিরেই ন দিদুঙ
 চুনিঙ তার তুখাচাম ।

বাগানর ফুটা গলাবে এইন্যা যদি কোজলি গরি কধগি
'কবি, তরে মুই হোচপাঙ'
মুই তারে ফিরেই ন দিদুঙ
রাঘেদুঙ ভরেই তারে আওঝোর ফুলদানিত ।

.....মিখে পরাণী

ক'ন এক দোল গাভুরি এইন্যা যদি কধগি
'কবি, তরে মুই হোচপাঙ'
মুই তারে ফিরেই ন দিদুঙ
রাঘেদুঙ তারে সমাচ্যা বানেই
“মর” নাদাঙছাড়া জিংহানিত ।

“আঁ – কবি তরে হোচপাঙ, কবি তরে হোচপাঙ” ।

০৩০০

ভাবানুবাদ ভালবাসা

দেখিনা এ চোখে, খুঁজি ও পাইনা
তবুও পেতে চাই সুখ: স্বপনে
মিষ্টি হাওয়া এসে প্রত্যাশিত বাস্তবে
যদি করে আমাকে প্রশ্ন
'কবি তোমাকে আমি ভালবাসি'
আমি তাকে বিমুখ করবো না
জুড়াবো আমার কচি প্রাণ তার নরম কোল স্পর্শে ।

কোনো ও স্বর্গের অপসরা যদি এসে মিনতি করে বলে ;
'কবি তোমাকে আমি ভালবাসি'
আমি তাকে বিমুখ করবো না
হারিয়ে যাবো আমি তার দিব্য প্রেমে ।

মর্তের সুন্দরী যদি এসে আমাকে মিনতি করে বলে ;
‘কবি তোমাকে আমি ভালবাসি’
আমি তাকে বিমুখ করবো না
টেনে নেবো আমি তাকে আমার এ কোমল বুকে ।

আকাশের ধ্রুবতারা যদি এসে আমাকে মিনতি করে বলে ;
‘কবি তোমাকে আমি ভালবাসি’
আমি তাকে বিমুখ করবো না
দেখবো আমি তারা লজ্জা রাস্তা মুখ খানি ।

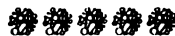
পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র এসে যদি আমাকে মিনতি করে বলে ;
‘কবি তোমাকে আমি ভালবাসি’
আমি তাকে বিমুখ করবো না ।
মন ভরে আমি দেখবো তার স্পষ্ট ছায়া ।

গহীন বনের নাকশা ফুলটা এসে আমাকে মিনতি করে বলে ;
‘কবি তোমাকে আমি ভালবাসি’
আমি তাকে বিমুখ করবো না
নেবো আমি তার মধুর সুবাস সু-বাতাস ।

বাগানের ফুটন্ত গোলাপ এসে আমাকে মিনতি করে বলে ,
‘কবি তোমাকে আমি ভালবাসি’
আমি তাকে বিমুখ করবো না
রাখবো তাকে যত্ন করে আকঙ্কিত ফুল দানিতে ।

কোনো এক সুন্দরী এসে আমাকে মিনতি করে বলে ;
‘কবি, তোমাকে আমি ভালবাসি’
আমি তাকে বিমুখ করবো না
রাখবো তাকে সাথী করে আমার ছন্ন ছাড়া জীবনে ।

হ্যাঁ , কবি তোমাকে ভালবাসি, কবি তোমাকে ভালবাসি ।



ছুদ' এই কবি মন , পেদ' কি চায় ?

ভোগেলে ন' পায় ; অমূলক পিখিমীত !

চান -তারা, মেঘ'ছাবা ভরে লয় , এই ষি চোঘোত ,

আওচ দ ন' পুরয়া তগায় র'জ আড়ি , ছুদ' পইদ্যানিত ।

নাদাঙছাড়া জিঙহানিত নুনজ নুনজ আওচছানি

চলেদ ন পায় , তুও দ পেদ চায় রজ' মস্তলত

হেনে পেব সুপ ! বড় নিখেচ্ লৈ আবুজেগি দুখ, ছুদ' পইদ্যানিত ।

নুনজ' পানজা ছাগিনেয়

খর- তিখে খেইনেই; পেদুঙ চাঙ মুই মিখে আড়ি

যোগেদুঙ র'জর সুয়াত, অমূলক পিখিমীত ছুদ' পইদ্যানিত ।

হজি হেইয়া জারি লেবাঙ'অ ফোর ছাড়ি

পেদুঙ যদি মুই নাদেঙ পস্তিৰ দুয়অ

ন জিরেইয়া গরি অদুং পস্তাপস্তি

শূণ্য আগাজত , ছুদ' পইদ্যানিত ।

এইল পিখিমীত এইল হেয়েট

পেদুঙ চাঙ সনাততালিৰ সনার ঠুত ; অদুঙ মুই দোল দোল ,

বেড়েদুং ফাল মারি নোনেইয়া গরি মানেইয়্যর করত ।

গেদুঙ মুই দোল গীত গালিদুঙ নিওচ নাগর ছুদ' পইদ্যানিত ।

এইল ক্ষেরত , এইল পাদারত

অদুঙ যদি রঙর পস্তাপস্তি

ভরেদুঙ হজি হেইয়া রঙর হোরেইয়্যাত

অদুঙ আ'র দোল দোল , ছুদ' পইদ্যানিত ।

অই পারতুঙ যদি ফুল চুজনি খে'দ মর লাম্বা চিগোন ঠুত

চিক চিক গরি ডুওরি তগেদুঙ মিখে মধু

রঙর ফল বনত , ছুদ' পইদ্যানিত

মাভর , আওচ দ ন পুরয় , এই অমূলক পিখিমীত । ৩০০৫

শূন্য এই কবি মন , পেতে কি চায় ?
 ঝুঁজলে পায় না কিছুই , অরাজক এ পৃথিবীতে ।
 চাঁদ তারা , মেঘের ছায়া ভরে নেয় এ দু চোখে
 আশার তো শেষ নেই , খুজে রসের হাঁড়ি শূন্য সিঁড়িতে ।

ছন্নছাড়া জীবনে কাক্তিত কামনা , পাইনি আমি ঝুঁজে
 তবুও পেতে চাই রসের নেশাতে
 আসবে কিভাবে সুখ ! দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বাসা বাঁধে দুঃখ ; শূন্য সিঁড়িতে ।

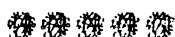
সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাল মন্দ পেতাম যদি মিষ্টি হাড়ি
 আসতো খুসির জোয়ার
 পেতাম রসের স্বাদ , অরাজক এ পৃথিবীতে , শূন্য সিঁড়িতে ।

কোমল শরীরে সব জড়তা ছেড়ে
 পেতাম যদি সোনালী পাখীর ডানা
 বিরামহীন ভাবে খেলতাম কানামাছি
 আকাশেতে দিতাম হানা ; শূন্য সিঁড়িতে ।

সবুজ পৃথিবীর বুকে হতাম যদি সবুজ হীরামন
 পেতাম আর রাজা সোনালী ঠোঁট
 হতাম আরো সুন্দর , আরো সুন্দর
 গাইতাম সুরেলা গান মানবের কোলে; শূন্য সিঁড়িতে ।

সবুজ ঘাসের বুকে সবুজের মাঝে হতাম যদি রঙের প্রজাপতি
 ডুবাতাম কোমল এ শরীর রঙের হাড়িতে
 হবো আরো সুন্দর ; শূন্য সিঁড়িতে ।

হতাম যদি সজনি পাখী
 থাকতো আমার লম্বা সরু ঠোঁট , চিক চিক করে ডাক দিয়ে
 ঝুঁজতাম আমি মিষ্টি মধু রঙের ফুলবনে
 অরাজক এ শূন্য সিঁড়িতে ।
 আশা তো নেই অরাজক এ পৃথিবীতে ।



মুই কবি নয় ; কোই যাঙ মুই ম' হখা
কবিতারে ডাগি;
ধূপ দেবত বোই , ধূপ মানেই সাজি
বানাঙ দোল স্ববন ; আরঙ বাবুদুয়র পজ্জন ।

আম্বক গরি চেই থাঙ , এাইল্ দেজ এাইল মুড়ো
নখভাচ্ গরি সাজেইয়া জিঙহানি
য্যান পিখিমী করত মোইট্ জরতন,
মুই কবি নয় !

ধূপ মানেইয়ন ধূপ কাবিদ্যাঙ সাজি
কুড়োদন স্ববনর যুগ, এাইল্ আগাজত
বানাদন দুধর সাগর নিয়ুজ নিয়ুজ গরি
চেই থাঙ তারার সুখ আবাদা গরি,
মুই কবি নয় !

খে'দ যদি ধূপ মগজ ম মাখাত ,
ধূপ লো ম'কেয়েত
দেগেদুঙ মানেইয়ে মেইয়া ভালেদী পিখিমীত
বানেদুঙ দোল দেব নিয়ুজি গরি ,
মুই কবি নং !

সাজেয়ে জিঙহানির বেক দোলানি চেই
পুখোরী মনান মর রুদোত খায়
তোগেই চাঙ বেধক্যা গরি : ন পাঙ ,
মুই কবি নয় !

আড়াহড়া কারি শুক্সাস্ত অই ,
পাকুঙ অই যদি তারা সান
খেদুঙ মুই বল পেইয়া গরি ;
মুই কবি নয় !



আমি কবি নই , বলে যাই আমার কথা
কবিতাকে নিয়ে ;
শ্বেতদের দেশে , শ্বেতকায় বেশে
বুনি সুন্দর স্বপ্ন, রচি আমি নানা রচনা ।

আমি অবাক হয়ে দেখি
সবুজে ভরা পাহাড়ী দেশ , পরিপাটি সাজনো সংসার
ধরিত্রীর বুকে যেন রত্ন ঝড়েছে ।
কবি আমি নই !

শ্বেতকায় যারা শ্বেত শুভ্র হয়ে ,
সাজে শান্তির দূত কুড়োয় স্বপ্নের সুখ ; নীল নিলীমায়
গড়ে স্বপ্নের সৌধ নিখুত ভাবে ।
কবি আমি নই !

হঠাৎ যদি শ্বেত রক্ত অস্বস্তি পরীয়ে
সবুজের কোট দুখি হঠাৎ অস্বস্তি , সবুজের অস্বস্তি রক্ত
অস্বস্তি মাসের হস্ততা এই কালের পৃথিবীতে
কবি আমি নই !

সাজানো জীবনের সব চন্দ্রবর্ষে অস্বস্তি হয়ে
আমার জিহ্বাসা পীড়িত হৃদয় শূন্য থেকে যায় ;
খুঁজে দেখি বিকল্প
পাই না আমি খুঁজে কোথাও ।
কবি আমি নই !

শীর্ণ জীর্ণ জেড়ে , তরু-পরিভ্রম করে
যদি আমি হতে পারতাম ওদেরই মতো
আমি থাকতাম উষ্ণ হৃদয়ে , পেতাম আমি একটি সুন্দর দেশ ।
কবি আমি নই ।



এই থে'ল এই গে'ল
এল কিয়োর যুগ
কলি কালর দলি পজা
বেগর বাড়ায় দুখ ।

ধাৰ্বে দরে ধাচ্
ঝাড়ে ঝাড়ে ঝাচ্
হাদত ইকুয়া সুদি
পিদোত ইকু ভুদি
বিজোল টারেঙো পখত
যুদি বিজিদি যাচ্ !

কি পে'লে কি দি'লে
তলেই দ ন চেলে
লাড়েই জিহানিত ।

দেব' তেল' হনা , উলোমস্ত অ'না,
কজি জাদর মারুম ভাঙানা
পুরোণী স্ববন নুও গরি বানানা ।
লাড়েই জিহানিত ।

চক্ৰিশ বজ্রর হোচপানা
প'দে প'দে ঠগানা
ঝুপ গরি পড়ি চুপ গরি বোই থানা
ভাবি চা ভুই কি পেলে
লাড়েই জিহানিত !

বেক মাদি ললাক কাড়ি
হজেই এইন্যে চাক দাড়ি
মাদিলে ন মাদিচ্
উদিলে ন উদিচ্
হজম গরিবে হেনে
লাড়েই জিহানিত ।

রাস্তা রাস্তা চিলেই গরি
 রাস্তা ফুল ন পেল
 ন পারিলে অই রাধামন
 ধনপুদিরে হারেলে
 লাড়েই জিংহানিত !

ষেক্ষে এল একাশী সাল
 ফেলী গাভান মাজ্যচ্ ফাল
 কজেই লইয়চ ধার্যের ঢাল
 এল দ সকে গম কাল
 লাড়েই জিংহানিত ।

ধুব হোদোর উড়েই দি
 ধুব কাবিদ্যাঙ সাজিল
 বেক হুজুমান খেইনেই
 বদা চগলা গোজেল
 ভাবি চা তুই কি পেল
 লাড়েই জিংহানিত ।



এই এলো এই গেলো
খাকলো কিসের যুগ!
কলি কালে যাত্রা আসর
বাড়ায় সবার দুঃখ ।

শত্রুর ভয়ে পালাও
বনে বনে কাটাও
হাতে একটা লাঠি
পিঠে একটা তল্লি
বিপদ সংকুল পথে
যদি ছিটকে পড়ো !

কি পেয়েছো কি দিয়েছো !
হিসাব তো করোনি
সংগ্রামী জীবনে !

কিছুকাল পরবর্তীতে
পালিয়ে যাওয়া / বলা উচিত নয়
পুরনো সংসার নতুন করে পড়ক ভোলা
সংগ্রামী জীবনে !

চব্বিশ বছরের ভালবাসা
কনে কনে ধোঁকা
হঠাৎ বসে পড়ে
নড়া-চড়া না করা
ভাবো তুমি কি পেলো !
সংগ্রামী জীবনে !

বহিরাগত এসে
মাটিটা নিল কেড়ে
দাড়ায়ে, দাড়াবেনা
উঠলে, উঠবেনা
হজম করবে কি ভাবে !
সংগ্রামী জীবনে !

লাল লাল চিন্তা করে
লাল ফুল তুমি পেলে না
বীর রাধামন তুমি হলে না
ধনপুদিকে তুমি হারালে
সংগ্রামী জীবনে !

যখন ছিল একাশী সাল
ভালো ছিল তোমার কাল
ফেনী নদীতে তুমি দিয়েছো ঝাঁপ
ভোঁটা করেছো শত্রুর ঢাল
সংগ্রামী জীবনে !

সাদা পায়রা উড়িয়ে
শান্তির দূত সাজলো
ডিমের কুসুম খেয়ে
ছালটা দিল সে
ভাবো কি পেলে
তোমার এ সংগ্রামী জীবনে !

বিদি যেইয়া দিনোর

“ কুণ্ডর মিথে ন হেইয়া দুখ্যানি ”

জাঙর বুড়ি আগে মন' হবগত ।

পুরোণ হধা ঈদোত তুলি আকোবার চেলে

মরে মুই , তোগেই পাঙ অপার দোজগত ।

‘ সদরুন অন পর, পরুর অন আমনর সদর

থেলে গুনন বেগে

পুন্নিমার পুনঙ চানে'য়া লাজে লাজেই মু লুগোয়

যুদি চাগে কালা মেঘে । ”

আগাজর কালা মে'ঘ সেড়ে বাজি থায়

পোতপোত্যা বেল পহুড় নাদা জিঙহানিত আনুদোর চোঘেদি

দেঘা যায় বানা ধূল্যাচর ।

দুখ দুখ বানা দুখ , হম্বিচ্চানি খেই ন যায়

শোবন চোঘোর জড়া ন বত্যা আঝানি

নিস্তো এইন্যা বোই থায় ।

আগঙ আগঙ নেই নেই কোই ন পায়্যা কাররে

দিলে লুদুঙ পেলে হেদুঙ,লাজেই চেদুঙ বেগরে ।

লক্ষি পেজা কুলকুলোয় কাদায় দু'ঘোর র়েত

খুড়াল্যাবো তক্ তক্ গরি , তোগেই তে পায় মোইট্ ।

নেইয়া ঠাঙয়ে বেক মানেই তোগেই পেলে সুখ

জনম লনা ঈল পুরোয় , জুড়োয় বেগর বুক ।

মেঘে মেঘে ধুচ্ খেলে , গুজুরি উধে দেবায়

রাস্তুয়া মনির দুখ চেইন্যা , ডুগুরি উদে পেজায় ।



বিগত দিনে দুঃসহ যন্ত্রনাগুলো
স্মৃতি হয়ে আছে আমার
মনের আঙিনায় ।

সামনে এগুতে যাই , অতীতের স্মৃতি তাড়না করে
খুঁজে পাই নিজেকে , অপার নরকে ।

আপন হয় পর , দুরেরা হয় আপন
কিছু থাকলে সবাই গণনা করে !
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র ও লজ্জায় মুখ লুকোয়
যদি ঢাকা পড়ে কালা মেঘে !

আকাশের কালো মেঘের ভিতর
লুকিয়ে থাকে রাঙা সূর্যালোক ।
অভাবী সংসারে দৃষ্টি ভ্রম দূত্যাশে
গুধু দেখি ধূম্রালোক ।

দুঃখ দুঃখ দুঃখ ! এ এলাপ গুলি লেগেই আছে মুখে
শকুনি চোখে অপার্থিব স্বপ্ন ছুলো সারাক্ষন লেগে আছে বুকে ।

আছি আছি, নেই নেই, বলতে পারিনা কাউকে খুলে
দিলে দিতাম পেলে খেতাম লজ্জাবনতঃ মুখে ।

লক্ষি পেঁচা কুলকুলিয়ে কাঁটায় দুঃখের রাত
কাঠঠোকরা টুক টুক করে পায় সে সোনার পাত ।

ধনী গরিব সবাই যখন খুঁজে পাবে সুখ
জন্ম নেওয়া স্বার্থক হবে জুরাবে সবারই বুক ।

মেঘে মেঘে ঘর্ষণে আকাশ বড় ডাকে
অভাবীর দুঃখ দেখে আফশোস করে কাকে !

মা হরিবুয়া বড়া পাবে
পারি পুড়েই হদাক কাড়ে
পেদ ভিধিরে আর ন থেলে
নুগুত লইনে উম দ্যা ধরে ।

মাস বিদি যেই পরাণ অলে
অদক ছাড়ি নেইয়া মলে ।
চিগোন চিগোন স' গুন
চগলা ফাড়ি নিখিলা ধরন
ডুয়া ঝাড়িবার আড় ন পেলে
গতটনা বাগেই চিক্ চিক্ গরন ।

ম-হরিবুয়া কায় কায় খে'ল
সউন ডাগি ডাগি ল'ল
দুধ খাবেবার আড় ন পেইনে
মাদি আঙদি খুদ খাবেল ।

কালা রান্ডা ধুপ চিদিরা
এলাক তারা বড়া ভিধিরে
কুবো মরত কুবো মিলা
চিনি লবার ছু ন এল' !

যেক্টে তারা ডাঙর অলাক
খুদর লগে মুদ্রাক পেলাক
নিজর আডার ন খেই তারা
ভেইবার আডার তারা ফাড়ি ললাক ।

মুগুত লইনে উম দ্যা ধরে
পারি পুড়েই হদাক কাড়ে
পেদ ভিধিরে আর ন থেলে
নুগুত লইনে উম দ্যা ধরে ।

বাদা স'বুয়া ডুয়া ঝারে
কুড়ি স বুয়া কক্ কক্ গরে
মনত এককা বেজার অলে
উজেই যেইনেয় ফুধা ধরে ।

ধুবে ফুখে কালারে
চিদিরায় ফুখে রাঙারে
বেল ডুবি যেই সাঝ লামিলে
লুরোত সমান সমারে ।

একুয়া মা'র স তারা
মানদাক ন চানা তারা কন ধারা
গিরিখ ঘরত গর্বা এলে
এক এক গরি কাবা পড়ন তারা । ❀❀❀

বাংলা অনুবাদ মা মুরগী

মা মুরগীটা ডিম পাড়ে
ডিম পেড়েই সে ডাক ছাড়ে
পেটের ভিতর না থাকলে আর
বুকে নিয়ে “টা” করে ।

মাস পেরিয়ে প্রাণটা হলে
বাসা সেড়ে শরীর ডলে
ছোট ছোট বাচ্চাগুলো
ছালটা ছেড়ে বেরিয়ে পরে
ডানা মেলার সুযোগ না পেয়ে
গাঢ় বাড়িয়ে ডাক পেরে যায় ।

মা' মুরগীটা কাছে থাকলো
বাচ্চাগুলো ডেকে নিলো

দুধ দেওয়ার উপায় ন পেয়ে
মাটি বেড়ে খুদ খাওয়ালো ।
লাল , সাদা , কালো , মিশ্ররঙের
ছিলো তারা ডিমের ভিতর
কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে
চিনে নেওয়ার সুযোগ ছিলো না ।

যখন তার বড় হলো
খুদের সাথে ডানা পেলো
নিজের খাবার না খেয়ে সেই
ভাইয়ের খাবার কেড়ে নিলো ।

মারামারি কামড়াকামড়ি
এগিয়ে সে যায় ডানা মেলে
খেতে চায়না সে খাবারটি
যেটা নিলো সে কেড়ে ।

ছেলে মোরগ ডানা কেড়ে
মেয়ে খুদগী কই কই করে
মনে একটু বেজার এলে
এগিয়ে মিয়ে কামড়ে ধরে ।

সাদা কামড়ায় কালোকে
মিশ্র রাস্তা লালটাকে
বেলা শেষে সন্ধ্যা নামলে
নীড়ে ডোকে একসাথে ।

একই মায়ের সন্তান তারা
মানতে চায়না তারা নিয়ম ধারা
গৃহস্থ ঘরে অতিথি এলে
এক এক করে তারা কাটা ধরা ।

